বিসমিলস্নাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সাংবাদিক ও নাগরিকবৃন্দ, সহকর্মী কাউন্সিলর এবং কর্পোরেশনের কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম।

মহামারী করোনাকালে আপনাদের সামনে বাজেট পেশ করার সুযোগ পাওয়ায় আমি মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি এবং শুরুতে সবার জন্য শুভকামনা জানাচ্ছি।

প্রিয় সুধীজন,

হযরত শাহজালাল (রহ.), শাহপরান (রহ.) সহ ৩৬০ আউলিয়ার স্মৃতিবাহী, অসংখ্য জ্ঞানীগুণীর জন্মস্থান এই সিলেট মহানগরীর বাসিন্দা হিসেবে আমরা গর্বিত। সুমহান ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যঘেরা এই সিলেটের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হবে-এটাই সবার চাওয়া।

একটি আধুনিক, স্মার্ট, পরিচ্ছন্ন, সুপরিকল্পিত সিলেট মহানগরীর প্রত্যাশা আমরা সবসময় লালন করি। সেই লক্ষ্যেই আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি, কিন্তু করোনা মহামারী বিগত দুইটি বছর আমাদের উন্নয়নকাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ও বাধাগ্রস্থ করেছে। তবে আমরা একদম থেমে যাইনি।

আমরা বীরের জাতি, আমরা আমাদের লড়াকু মনোভাবকে সঙ্গী করে সিলেটের সকল মানুষের সহযোগিতা নিয়ে করোনার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এবং শত ঝুঁকি উপেক্ষা করে সিলেটের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই সিলেটে দলমত ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সবাই এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে যেভাবে করোনা মোকাবিলায় কাজ করে যাচ্ছেন তা অতুলনীয়। এই একতাই আমাদের সিলেটের বড় শক্তি। এই একতা, এই সাহস আমাদেরকে 'নতুন সিলেট' গড়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

সম্মানিত সুধীজন,

আমার দীর্ঘদিনের একটি স্বপ্ন অবশেষে বাস্তব হতে চলেছে। আপনারা জানেন, এবার সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সিলেট সিটির সীমানা বর্ধিতকরণ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। আর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমি সিলেট মহানগরীর কয়েক লাখ নাগরিকদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মেয়র হিসেবে দুই দফা দায়িত্ব পালনকালে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। পুন্যভূমি সিলেটের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আলাদা দরদ থাকায় অনেক উন্নয়ন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। সেজন্য আমি সিলেট নগরবাসীর পক্ষ থেকে আবারও তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সীমানা বর্ধিতকরণসহ সিলেট সিটির সকল প্রকল্প বাস্তবায়নে আরো দুইজন ব্যক্তিত্বের অতুলনীয় অবদান রয়েছে। তাদের পরামর্শ ও কার্যকরি পদক্ষেপ সিলেট সিটির উন্নয়নযাত্রাকে করেছে সহজতর। এই দুইজন ব্যক্তিত্ব হলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম এমপি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ। এই দুইজনের কাছে আমি যখন যে কাজ নিয়ে গেছি তারা কোনদিন আমাকে আশাহত করেননি। এজন্য আমি এই দুই কাজপ্রিয় ব্যক্তির কাছে চিরঋণী।

সীমানা বর্ধিতকরণ কার্যক্রমে আরেকজন ব্যক্তির অপরিসীম অবদান রয়েছে এবং তিনি হচ্ছেন সিলেটবাসীর অতি আপনজন, 'আগামীর সিলেট' এর স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সিলেট ১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আন্তরিক সহযোগিতা এই কাজকে বেগবান করেছে, তাঁর প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়াও আমি সিলেটের সুযোগ্য জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাদুল ইসলামসহ সীমানা বর্ধিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সম্মানিত সাংবাাদিকবৃন্দ,

আপনারা জানেন, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পূর্বের আয়তন ছিল মাত্র ২৬.৫০ বর্গ কিলোমিটার। সম্প্রসারণের পর সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মোট আয়তন হয়েছে ৫৯.৫০ বর্গ কিলোমিটার।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার সাথে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে ৩৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা। এতে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাথে সিলেট সদর ও দক্ষিণ সুরমা উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের ২৮টি মৌজা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুতরাং সিলেট সিটি কর্পোরেশনের এলাকা বর্ধিতকরণের অর্থ হচ্ছে, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কাজের পরিধি ও ব্যপ্তি এখন আরও বৃদ্ধি করতে হবে। এটি আমাদের জন্য নতুন একটি চ্যালেঞ্জ। এই নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমি অতীতের ন্যায় সবার কাছ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা পাবো এই প্রত্যাশা করছি।

সাংবাদিক ও সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ,

আপনারা জানেন, সিলেটের কৃতীসন্তান, সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী, মরহুম এম সাইফুর রহমানের সাথে দীর্ঘদিন একনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এম সাইফুর রহমান উন্নয়নের প্রশ্নে ছিলেন আপসহীন, ছিলেন দলমতের উর্ধ্বে। তাঁর সেই আদর্শকে ধারণ করে

রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে উন্নয়ন কাজে মনোনিবেশ করেছি এবং সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ সাথে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।

আমার আরেকটি সৌভাগ্য প্রথম মেয়াদে মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের শুরু থেকেই সিলেট মহানগরীর উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব, সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাজনীতিবিদ, সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত মহোদয়ের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁর উদারতা, কর্মনিষ্ঠা, সততা আমাদের জন্য উদাহরণস্বরুপ। আপনারা জানেন, কিছুদিন আগে জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত মহোদয় করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বর্তমানে তিনি করোনা মুক্ত হয়েছেন। তিনি যাতে খুব তাড়াতাড়ি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে আগামী দিনের পথচলায় আমাদেরকে অতীতের মতো অনুপ্রেরণা যোগান, সেজন্য আমরা সবাই এই গুনী মানুষটির জন্য দোয়া করছি।

সিলেটের উন্নয়নের জন্য একনিষ্ঠভাবে কর্মরত সিলেটের আরেক কৃতীসন্তান, সিলেটপ্রেমী ব্যক্তিত্ব পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি মহোদয়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সিটি কর্পোরেশন এলাকার যেকোনো সমস্যা সমাধানে কিংবা উন্নয়ন বিষয়ে তাঁর আন্তরিকতা আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। করোনা মহামারী মোকাবিলায় বিশেষ করে করোনার টিকা বাংলাদেশে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তিনি যে ক্যারিশম্যাটিক সফলতা দেখিয়েছেন তা সিলেটবাসী হিসেবে আমাদেরকে গর্বিত করেছে।

সিলেটের আরেক সুসন্তান, গুনী ব্যক্তিত্ব পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্যতম শুভাকাংখী হিসেবে সর্বদা সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। সেজন্য তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কেবলমাত্র পরিকল্পনামন্ত্রী হিসেবে নন, একজন সিলেট দরদী ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁর ভূমিকা মহানগরীর উন্নয়ন কর্মকান্ডকে আরও বেগবান করছে।

এছাড়াও যাদের পরামর্শ আমাদেরকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করছে সিলেটের সেই ত্রয়ী মন্ত্রী বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমদ এমপি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট মাহবুব আলী এমপির প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন যাত্রার অন্যতম সহযোগী হিসেবে সিলেটের বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, র‍্যাব, আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিদ্যুৎ বিভাগ সহ এই মহানগরীর উন্নয়ন ও কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সহযোগী প্রশাসন, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

প্রতিবছরের রীতি অনুসরণ করেই বাজেট ঘোষণার আনুষ্ঠানিকতা করা হচ্ছে। তবে বিগত বছরের ন্যায় যথারীতি এবারও আমার মন ভারাক্রান্ত। শুধু আমার নয়, সিলেটবাসী তথা দেশবাসী সবার

মনই বিষাদে ভারাক্রান্ত। কারণ করোনার থাবায় বিগত কয়েকমাস দেশজুড়ে মানুষের একের পর এক মৃত্যু হয়েছে এবং এখনও অনেকের মৃত্যু হচ্ছে, যা আমাদের কারো কাম্য ছিল না। আর তাই বাজেট বক্তৃতার শুরুতে বিশ্বে করোনা মহামারিতে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও শোক প্রকাশ করছি।

এই করোনা মহামারী সিলেটের অনেক প্রিয়জন ও গুনীজনকে কেড়ে নিয়েছে, তাদের শূণ্যতা অপূরনীয়। বিগত বছর করোনার প্রথম ঢেউ চলাকালে আমরা যাদের হারিয়েছি তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র, সিলেটের রাজনৈতিক অঙ্গনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য বদর উদ্দিন আহমদ কামরান, সিলেটের আরেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা এম এ হকসহ করোনায় এই পর্যন্ত যেসব চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, সাংবাদিকসহ পেশাজীবী ও নাম না জানা ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের জন্য আমরা গভীর শোকাহত।

এবার করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হওয়ার লগ্নে আমরা হারিয়েছে সিলেটের আরেক কৃতিসন্তান সিলেট ৩ আসনের একাধিকবারের সংসদ সদস্য, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরীকে। করোনা মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁর এলাকার মানুষের কাছাকাছি গিয়ে তাদের এই দু:সময়ে একান্ত আপনজন হিসেবে পাশে ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মানবসেবায় নিয়োজিত মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরীর মৃত্যুতে আমি গভীর শোকাহত।

একই সাথে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের সিলেটের রাজনৈতিক অঙ্গনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, গণপরিষদের সাবেক সদস্য, বাংলাদেশের সংবিধানে স্বাক্ষরকারী, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব লুৎফুর রহমানকে। চলতি সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। আলহাজ্ব লুৎফুর রহমান ছিলেন আমাদের কাছে অভিভাবকতুল্য ব্যক্তিত্ব, আমাদের আশা ভরসার আশ্রয়স্থল। তাঁর শূন্যতা অপূরনীয়।

সিলেটের সাংবাদিকতা জগতের উজ্জল নক্ষত্র, সিলেট জেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি, সিলেট প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, দৈনিক উত্তরপূর্ব পত্রিকার প্রধান সম্পাদক, বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিনিধি আজিজ আহমেদ সেলিমের মৃত্যুতেও আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। নিরঅহংকারী, সদালাপী, সদা হাস্যোজ্জ্বল এই মানুষটি ছিলেন সবার আপনজন।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, এই পর্যায়ে আমি সিলেটের সম্মানিত সেইসব নাগরিকদের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি যারা বিগত বছরে আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন।

প্রিয়জন হারানো সেইসব স্বজনদের প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছি। প্রয়াত সকলের নাম এই স্বল্পসময়ে উল্লেখ করা যাবে না, সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। বিগত বছর প্রয়াত নাগরিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন

সিলেটের বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক, জেলা ক্রীড়া সংস্থার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও নয়াসড়ক জামে মসজিদের মোতওয়াল্লী জনাব আব্দুল মালিক রাজা, মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ন্যাপ সিলেট জেলার সাবেক সভাপতি বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ সৈয়দ আব্দুল হান্নান, ওয়াকার্স পার্টি সিলেট জেলা কমিটির সাবেক সভাপতি কমরেড আবুল হোসেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা আল্লামা, ওসমানী মেডিকেল কলেজের এনাটমি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. জাকিয়া সুলতানা, বিশিষ্ট সমাজসেবী এম এ আহাদ, সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সহ সভাপতি মোশারফ হোসেন, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শিক্ষাবিদ কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের আজীবন সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হান্নান সেলিম, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব আ.ন.ম. মনছুফ-এর পিতা সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক সচিব মো: মুহিবুর রহমান এবং মাতা মোছাম্মত পেয়ারা খানম, সিলেট জেলা বারের সাবেক সভাপতি এডভোকেট ফখর উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা বজলুল মজিদ চৌধুরী, মোগলাবাজার ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব চুনু মিয়া, সিলেট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত খাদ্য নিয়ন্ত্রক আলহাজ্ব এম এ মনাফ, সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য আকবর আলী, দরগাহ মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি মুফতী এ এ নজমুদ্দিন আহমদ, সদর থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো: সাইস্তা মিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সাহিত্যিক নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়না, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মতছির আলী, এমসি কলেজের সাবেক ভিপি আব্দুস সত্তার, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুছব্বির, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলী, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক সৈয়দ আব্দুর রহমান, তেতলী ইউনিয়নের সভাপতি বশির মিয়া, সিলেট চেম্বারের সাবেক সভাপতি ও এফবিসিসিআই সভাপতি সালাহ উদ্দিন আলী আহমদ, সিলেট পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর সৈয়দ আহমদ হোসেন, সিলেট পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর বীর মুক্তিযোদ্ধা ফখরুল ইসলাম খান, সংসদ সদস্য হাফিজ আহমদ মজুমদারের সহধর্মিনী হাফজা মজুমদার, বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক, সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক, সাবেক সংসদ সদস্য দিলদার হোসেন সেলিম, সিলেট মহানগর বিএনপির সহ সভাপতি ও সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সিনিয়র সদস্য এডভোকেট ফয়জুর রহমান চৌধুরী জাহেদ, সাপ্তাহিক সিলেট কণ্ঠ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, সিলেট শহর বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল মালিক, কানাইঘাট আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি জমির উদ্দিন, উন্নয়নকর্মী গবেষক ও শিশু সংগঠক জামিল এইচ চৌধুরী, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি মরহুম মনিরুল ইসলাম চৌধুরীর সহধর্মিনী ও মহানগর আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য মাহফুজ চৌধুরী জয়ের মাতা সৈয়দা আছিয়া খানম, গোলাপগঞ্জের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ডা. আব্দুর রহমান, ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের সাবেক প্রধান ইকবাল আহমেদ, সিলেট জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য শাহ জামাল নুরুল হুদার মাতা নাছিরা খাতুন, টুকেরবাজার ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সালিশী ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, দক্ষিণ সুরমার বিশিষ্ট সালিশী ব্যক্তিত্ব, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক লালাবাজার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল ওয়াহাব খান খোকা, বিশিষ্ট আইনজীবী স্পেশাল পিপি এডভোকেট মনির উদ্দিন, দক্ষিণ সুরমার সমাজ কল্যাণ সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য গুলজার আহমদ, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুল ইসলাম শাহ, বোয়ালজুড় ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সাব্বির আহমদ জায়গীরদার, কদমতলীর বিশিষ্ট মুরব্বী কাজী শামসুল হক, সিলেট জেলা বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি, গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক বিশিষ্ট সমাজসেবী এডভোকেট মাওলানা রশীদ আহমদ, দৈনিক সিলেটের ডাক পত্রিকার সাংবাদিক হাবিবুর রহমান হাবিব, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর নাজমা চৌধুরী, সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ সভাপতি এম এ সাত্তার, কবি ও সাহিত্যিক লাভলী চৌধুরী, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যুত শাখার স্ট্রীট লাইট হেল্পার মো. আব্দুল মান্নান, প্রশাসনিক শাখার ওয়ার্ড সচিব মো. দিদার মৌলা, এনটিভি সিলেট এর স্টাফ রিপোর্টার মারুফ আহমদের পিতা বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, সালিশী ব্যক্তিত্ব আব্দুর খালিক উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি মাস্টার আবুল হোসেন, সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি আহমেদ আরিফ, সিলেটের বরেণ্য আলেম, খলিলুর রহমান পীর সাহেব বরুনা, খেলাফত মজলিসের অন্যতম নেতা মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, ৪ নম্বর খাদিমপাড়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান হাজী আফরোজ মিয়া ।

সিলেটের আরেক কৃতীসন্তান, বরেণ্য সাংবাদিক, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি, কমনওয়েলথ জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি, দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক নির্বাহী সম্পাদক হাসান শাহরিয়ারের মৃত্যুতে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি ।

শহর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব সিরাজ বক্স, আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট মিছবাহ উদ্দিন সিরাজ ও এটিএন বাংলা ইউকের সিলেট প্রতিনিধি মোহাম্মদ শফি ইসলামের মাতা সমতেরা বিবি, জালালাবাদ এর সাবেক সিনিয়র সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বকসী, সিলেট প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ সাংবাদিক কাউসার চৌধুরীর মাতা রফিকুন্নেছা চৌধুরী, টিভি ক্যামেরা জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল মুন্সীর মাতা আঙ্গুরা খাতুন, সিনিয়র সাংবাদিক আব্দুর রাজ্জাকের মাতা জেবুন্নেছা, সিলেট মিরর এর প্রধান বার্তা সম্পাদক জিয়াউস শামস শাহীনের মাতা জিয়াউন্নেছা খানম, সাংবাদিক বেলাল আহমদের পিতা মো. রজব আলী, সাংবাদিক এটি এম তুরাবের পিতা সাংবাদিক আব্দুর রহিম মাস্টারের মৃত্যুতে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি ।

সমাগত সাংবাদিকবৃন্দ,

আপনারা সবাই জানেন, করোনা মহামারী পুরো বিশ্বকেই স্থবির করে দিয়েছিল । তবে পরিস্থিতি যত স্বাভাবিক হচ্ছে সিটি কর্পোরেশনের চলমান উন্নয়ন কাজও ধীরে ধীরে গতি পাচ্ছে, যা নগরবাসী হিসেবে আপনারা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করছেন । এবারের বাজেট বক্তৃতায় সেইসব উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং পরিকল্পনা বিষয়ে আপনাদেরকে অবহিত করছি ।

প্রথমেই আমরা আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে দেশের সকল সিটির মধ্যে সিলেট সিটি করপোরেশন প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার এই গৌরব অর্জন করেছে সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

এছাড়াও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের ২০ টি দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে সিলেট সিটি কর্পোরেশন। এজন্য সিলেটকে অভিনন্দন স্মারক ও সনদ প্রদান করেছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

এসব অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল একটানা তিনদিনব্যাপী জাতীয় ও স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। একই সাথে আয়োজন করা হয় আলোচনা সভা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পুরো নগরীতে ব্যানার, ফেস্টুন, প্লেকার্ড দিয়ে সাজানো হয়। পোষ্টার ছাপানোর পাশাপাশি নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক এবং ডিভাইডারজুড়ে বর্ণিল আলোকসজ্জা করা হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। মসজিদ, মন্দির, গির্জাসহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থণার আয়োজন করা হয়।

এছাড়াও অনুষ্ঠানমালার অন্যতম আকর্ষন ছিল আতশবাজি ও লেজার শো। আবুল মাল আবদুল মুহিত ক্রীড়া কমপ্লেক্সে বর্ণিল লেজার শো ও আতশবাজির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর স্মরণীয় ক্ষণটিকে উদযাপন করা হয়। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী কর্ণার স্থাপন করা হয়।

প্রিয়জন সাংবাদিকবৃন্দ,

এবার আমি এই করোনা মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যক্রম তুলে ধরতে চাই। সীমিত জনবল ও অনেক সীমাবদ্ধতা স্বত্বেও স্বাস্থ্য বিভাগের প্রত্যেকটি কর্মী যেভাবে ঝুঁকি উপেক্ষা করে করোনা মোকাবেলায় নিজেদের সর্বোচ্চটুকু উজাড় করে কাজ করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন সেজন্য আমি তাদের জন্য গর্ব অনুভব করি। বিশেষ করে এবার করোনার টিকাদান কর্মসূচীতে যেভাবে তারা হাজার হাজার মানুষের চাপ সামলে প্রচন্ড ধৈর্য্য ধারণ করে কাজ করেছেন তা আমাকে আশ্বানিত করেছে।

আপনাদের অবগতির জন্য জানাতে চাই যে, এবার ৭, ৮, ও ৯ আগষ্ট দেশজুড়ে গণটিকা কার্যক্রমের আওতায় সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগরীতে ৮২টি স্পটে টিকাকেন্দ্র স্থাপন করে ৬৬ হাজার ৪শ ৪৬ জনকে মর্ডানার টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে। একইসাথে এই বিপুল সংখ্যক নাগরিকদের সকল ডাটা সার্ভারে সংরক্ষণ করতে গিয়ে আমাদের কর্মীরা অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন। আপনাদের আরও অবগতির জন্য জানাতে চাই যে, এই পর্যন্ত (৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যকর্মীরা ২ লাখ ১২ হাজার ২৪৩ জনকে প্রথম ডোজ টিকা প্রদান করেছে। দ্বিতীয় ডোজ টিকা ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছে ১ লাখ ৬৭ হাজার ৪৭৩ জনকে।

কোভিশিল্ড প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে ৬১ হাজার ৭০৩টি, দ্বিতীয় ডোজ ৫৮ হাজার ৪২৮টি, সিনোফার্মা প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে ২৬ হাজার ৯১৬টি, দ্বিতীয় ডোজ ৪ হাজার ১৯৮টি, মর্ডানা প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে ৫৭ হাজার ১৭৮টি, দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে ৩৯ হাজার ৬৭৮টি, ক্যাম্পেইনে মাধ্যমে মর্ডানা প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে ৬৬ হাজার ৪৪৬টি এবং দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে ৬৫ হাজার ১৬৯টি। প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ মিলিয়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে সর্বমোট টিকা দেওয়া হয়েছে (৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) ৩ লাখ ৭৯ হাজার ৭১৬ জনকে।

টিকা কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহনের পাশাপাশি সিলেট সিটি কর্পোরেশন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইড লাইন এবং সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক করোনা মোকাবেলায় গৃহিত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

এ লক্ষ্যে করোনা মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকেই ২টি জেট স্যাকার গাড়ী ও পানির ট্যাংকি, মটরপাম্পসহ স্প্রেগান সংযুক্তির মাধ্যমে ৪টি পিকআপ ভ্যানের দ্বারা জীবানুনাশক স্প্রে করা হয়েছে। নগরীর কাঁচাবাজারে প্রতিনিয়ত তরলকৃত ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করা হয়েছে। সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের মাধ্যমে ওয়ার্ডের জনগুরুত্বপূর্ন স্থানে ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগের জন্য ফিনাইল ও ব্লিচিং পাউডার বিতরণ করা হয়েছে। বস্তিবাসী ও হতদরিদ্র লোক ও বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, কর্মকর্তা, স্বাস্থ্যকর্মী, ড্রাইভার, পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে মাস্ক ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালে করোনা ইউনিটের জন্য ১টি গভীর নলকূপ স্থাপন, চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যবহারের জন্য ৪টি বেসিন স্থাপন এবং পরিবহনের জন্য ১টি মাইক্রোবাস প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও হাসপাতালে আক্রান্ত রোগীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতালে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে হেপাফিল্টার স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে।

ওসমানী হাসপাতালের নবনির্মিত ইউনিটে যাতে দ্রুততম সময়ে সেন্ট্রাল অক্সিজেন স্থাপন এবং অক্সিজেন সংকট ও আইসিইউ বেড সংকট মোকাবেলায় আশু করণীয় বিষয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করে গৃহিত পরামর্শ ও প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রেরণ করেছি।

এছাড়াও জনগুরুত্ব বিবেচনায় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে টেন্ডার আহবান করেছি।

এছাড়াও করোনা মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী সকল মরদেহ গোসল করানো, দাফন এবং সৎকারে সিলেট সিটি কর্পোরেশন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করেছে।

করোনা মহামারী মোকাবিলায় পাশাপাশি স্বাস্থ্য শাখার পক্ষ থেকে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। বিশেষ করে ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে এডিস মশার লার্ভা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ওয়ার্ডে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে, যা চলমান আছে।

এছাড়াও স্বাস্থ্যবিভাগ এবার হাম রুবেলা ক্যাম্পেইনের আওতায় ৯ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী ৪৭ হাজার ২শ ৬জন ও ৫ বছর থেকে ১০ বছরের কম বয়সী ৬২ হাজার ৪শ ৪৭জন শিশুকে হাম রুবেলা রোগের টিকা প্রদান করেছে। জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনে ১ লাখ ২২ হাজার ৪শ ৪৬ জন শিশুকে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুলে খাওয়ানো হয়েছে।

এছাড়াও সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী ইপিআইর আওতায় ১ বছরের কমবয়সী ১৩ হাজার ৬শ ৮২ জন শিশুদের ১০টি প্রতিষেধক এবং ১৫-৪৯ বছর বয়সী সন্তান ধারণক্ষম ২৮ হাজার ৭শ ২জন মায়েদের ধনুস্টংকার রোগের টিটি টিকা প্রদান করা হয়েছে।

২০২১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে আগস্ট পর্যন্ত ২০ হাজার ৭শ ২৫ জনের জন্ম নিবন্ধন ও ৩শ ৪৫ জনের মৃত্যু নিবন্ধন করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্য কার্ড প্রচলণ করে। পরীক্ষামূলকভাবে একাধিক বিদ্যালয়ে তা চালু করা হলেও বর্তমানে করোনা মহামারীর কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় প্রকল্পটি অগ্রসর হয়নি। পরবর্তী সময়ে প্রকল্পটি চালু করা হবে।

সচেতন সাংবাদিকবৃন্দ,

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, গত অর্থবছরে করোনাকালে কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় মানুষকে সাহায্যার্থে সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে আমরা প্রায় ৭৭ হাজার ১শ ৫০টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিতে পেরেছি।

এবার করোনার কারণে কঠোর লকডাউন চলাকালে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে এবং সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের স্বত:ফূর্ত সহযোগিতায় মহানগরীর ২৭টি ওয়ার্ডের সর্বমোট ২২ হাজার অসহায় পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ফান্ডের পাশাপাশি এই মানবিক কার্যক্রমে সরকারের পক্ষ থেকে নগদ ৬০ লাখ টাকা এবং ১শ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সুধীজন,

চলতি অর্থবছরে আমরা আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে আমরা সিলেটে বৃহত্তম বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণের পথে একধাপ এগিয়ে গেছি। প্রায় ১৫শ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য ২৫তলা বিশিষ্ট এই কমার্শিয়াল হাবের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে সিলেট মহানগরীর ব্যবসা বাণিজ্যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়েল ট্রাস্টের সভাপতি, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই প্রকল্পের প্রাথমিক অনুমোদন প্রদান করায় এই পুণ্যভূমির নাগরিকদের পক্ষ থেকে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই কমপ্লেক্সে থাকবে বঙ্গবন্ধু স্কয়ার, বঙ্গবন্ধু প্লাজা, হেরিটেজ মার্কেট, কমার্শিয়াল হাব, শেখ রাসেল পার্ক, কনভেনশন সেন্টার, অডিটরিয়াম, ফেয়ার প্লেস সহ নানাবিধ সুবিধা।

প্রিয় সাংবাদিক ও নাগরিকবৃন্দ,

সিলেট নগরীজুড়ে ৭৭ কিলোমিটার ছড়া ও খাল প্রবাহমান আছে, যার মধ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশন ৪৫ কিলোমিটার ছড়া ও খাল উদ্ধার এবং সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কমপক্ষে আরও ১০ কিলোমিটার ছড়া ও খাল উদ্ধার ও প্রশস্তকরণ করে সংরক্ষণ করলে সিলেট মহানগরীর জলাবদ্ধতার পরিমান আরও কমে আসবে। বর্তমানে পূর্বের তুলনায় মহানগরীর ৭৫-৮০ শতাংশ এলাকা জলাবদ্ধতামুক্ত হয়েছে। সুরমা নদীর পানির কারণে প্লাবনজনিত জলাবদ্ধতা থেকে নগরবাসী এখনো মুক্ত হননি।

আপনাদেরকে অবগত করতে চাই যে, সুরমা নদী ড্রেজিং করা হলে পুরো নগরীর প্লাবনজনিত জলাবদ্ধতার শতভাগ সমাধান সম্ভব। তবে আপাত সমাধান দিয়েছে ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং কর্তৃপক্ষ। তাদের পরামর্শ হচ্ছে ছড়ারমুখে স্লুইচ গেইট এবং নিচু এলাকায় পানির পাম্প বসিয়ে ঢলজনিত প্লাবনের আপাত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

সুধীজন,

মহানগরীর সর্ববৃহৎ কদমতলী বাস টার্মিনালের আধুনিকায়ন প্রকল্পের কাজ এখন দ্রুতগতিতে চলছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কাজ সমাপ্ত করার ব্যাপারে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রায় ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই আধুনিকায়ন কার্যক্রমের ৬৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। করোনা মহামারীর কারণে কাজ বাধাগ্রস্থ হওয়ায় এই প্রকল্পের মেয়াদ ২০২২ জুন মাস পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

অন্যদিকে ট্রাক টার্মিনালের জন্য আমরা আরো ৬১ শতক জায়গা অধিগ্রহণ করেছি যা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ইতোমধ্যে হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে।

রাস্তা পারাপারে ঝুঁকি এড়াতে সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবার টিলাগড় পয়েন্টে ফুটওভারব্রিজ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছে। এই ফুটওভারব্রিজ শিগগিরই উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সিলেট ১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ড. এ কে আব্দুল মোমেন এটি উদ্বোধন করবেন বলে আমরা আশা করছি।

এছাড়াও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক সংলগ্ন স্থানে ও হুমায়ুন রশীদ স্কোয়ারে চলতি মেয়াদে আমরা ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ,

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন স্কুলগুলো হচ্ছে আখালিয়ায় অবস্থিত বীরেশ চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়, চৌহাট্টায় অবস্থিত ভোলানন্দ নৈশ উচ্চ বিদ্যালয়, বাগবাড়িতে অবস্থিত বর্ণমালা সিটি একাডেমী এবং চারাদিঘিরপারে অবস্থিত সিটি বেবী কেয়ার একাডেমি। সিলেট নগরীর ৬ নম্বর ওয়ার্ডে আমরা একটি নতুন স্কুল করার পরিকল্পনা নিলেও করোনা মহামারীর কারণে এখনও তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তবে ইতোমধ্যে জমির ব্যবস্থা হয়ে গেছে, স্কুলের নামকরণ করা হয়েছে হযরত সৈয়দ নাসির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়। করোনাকালের অবসানের পর সবকিছু আবার স্বাভাবিক হলে এই স্কুলটির কাজ আমরা দ্রুত শুরু করতে চাই।

এছাড়াও শিক্ষার প্রসারে সিলেট মহানগরীতে আরও কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা দুইজন শিক্ষা উপদেষ্টা নিয়োগ সম্পন্ন করেছি। করোনা পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পর তাদের পরামর্শ নিয়ে আমরা শিক্ষার প্রসারেও সময় উপযোগী উদ্যোগ বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর।

সুধীবৃন্দ,

পরিবেশকে দুষনমুক্ত করার জন্য সিলেট মহানগরীর প্লাস্টিক বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা এখন সময়ের দাবি। এজন্য প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব পোর্টসমাউথ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় তাদের সমীক্ষাভিত্তিক কার্যক্রম শুরু করেছে। এক্ষেত্রে সহযোগী হিসেবে কাজ করছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, এফআইভিডিবি ও আমাল ফাউন্ডেশন।

আপনারা জানেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রিজম বাংলাদেশ এর উদ্যোগে এবং সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়নে ক্লিনিক্যাল ও মেডিকেল বর্জ্যকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ডাম্পিং করার জন্য অটোক্ল্যাপ প্রযুক্তির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।

দক্ষিণ সুরমার লালমাটিয়ায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নির্মাণাধীন স্যানেটারী ল্যান্ডফিল নির্মাণ কাজের ৪৫ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। করোনা মহামারীর পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশ্বব্যাংক এই কাজের মেয়াদ ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত বর্ধিত করেছেন।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

ভারত সরকারের অনুদানে নগরীতে চলমান তিনটি প্রকল্পের মধ্যে দুটি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। করোনা মহামারীর কারণে স্থবিরতার কারণে ধোপাদিঘীর পাড়ের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প এখনো সম্পন্ন হয়নি। তবে এখন এই প্রকল্পের কাজও দ্রুতগতিতে চলছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন হবে। ভারতীয় সরকারের অনুদানে বাস্তবায়িত অপর দুটি প্রকল্প হচ্ছে চারাদিঘীরপাড়ে বহুতল স্কুল ভবন ও মহানগরীর কাষ্টঘরে সুইপার কলোনীর বহুতল ভবন।

সুধীজন,

সিলেট মহানগরীর সড়ক প্রশস্তকরণ ও সংস্কার প্রসঙ্গের শুরুতেই আমি দুটি সড়ক নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। এদের মধ্যে একটি সড়ক হচ্ছে টিলাগড় পয়েন্ট থেকে শিবগঞ্জ-মীরাবাজার-নাইওরপুল সড়ক এবং অপরটি হচ্ছে আম্বরখানা থেকে শাহী ঈদগাহ পর্যন্ত সড়ক। এই দুটি রাস্তা সড়ক ও জনপথের আওতাধীন।

যদিও এই রাস্তা সড়ক প্রশস্তকরণ ও ড্রেন নির্মাণকাজ সিলেট সিটি কর্পোরেশন সম্পন্ন করেছে। এই সড়ক দুটির সংস্কার করা জরুরী বিবেচনা করে সিটি কর্পোরেশন আগামী মাস থেকে দ্রুতগতিতে কাজ শুরু করবে। এজন্য ২২ কোটি টাকার টেন্ডারও ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

সড়ক প্রশস্তকরণের ক্ষেত্রে চৌহাট্টা টু জিন্দাবাজারের সড়কের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে, চৌহাট্টা টু আম্বরখানা অভিমুখী সড়কও প্রশস্তকরণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, বর্তমানে এই সড়কের শেষ মুহূর্তের কাজ সম্পন্ন হবে। এই সড়কের কাজ শেষ হলে জিন্দাবাজার টু আম্বরখানা পর্যন্ত সড়কটি একটি দৃষ্টিনন্দন সড়ক হিসেবে নগরবাসীর সামনে দৃশ্যমান হবে বলে আমরা আশাবাদী। এছাড়াও নগরীতে চলমান অন্যান্য সড়ক প্রশস্তকরণ ও সৌন্দর্যবর্ধন কাজও যথাশীঘ্র সম্পন্ন হবে।

প্রিয় নগরবাসী,

আপনারা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছেন যে, হযরত মানিকপীর (রহ.) কবরস্থান আধুনিকায়ন ও সংস্কারকাজ দ্রুত গতিতে চলছে। শতশত বছর ধরে এই টিলায় দাফনকাজ করা হলেও এতদিন থেকে এই কবরস্থানটি আধুনিকায়ন কেউ করেনি। বর্তমানে টিলাতে ১৮শ কবর দেওয়ার উপযোগী

হলেও সংস্কারের পর এখানে ৩ হাজারেরও বেশি কবরের জায়গা হবে। ৮টি ব্লকে নির্ধারিত এই আধুনিকায়ন কাজ সম্পন্ন হলে পুরো জায়গাটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি হবে, পাশাপাশি কবরবাসীর স্বজনরা একেবারে প্রতিটি কবরের একেবারে সন্নিকটে যাবার সুযোগ পাবেন।

নতুন প্রকল্পের আওতায় এখানে কবরস্থানে মাটি ভরাট, লাশের গোসলখানা সংস্কার এবং প্রবাসী অধ্যুষিত সিলেট নগরীর জন্য একটি মরচুয়ারি স্থাপন করা হবে, নতুন করে বৃক্ষরোপন করা হবে। পাশাপাশি জানাযার ছোট্ট জায়গাটিকেও আরও সম্প্রসারিত করা হবে।

সুধীজন,

সিলেট মহানগরীতে বিদ্যুতের খুঁটিতে ঝুঁকিপূর্ণ তার-এর জঞ্জাল সরানো এবং নিরাপদ বিদ্যুতায়নের লক্ষে আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল নির্মাণের কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে সিলেট সিটি কর্পোরেশন। এই কাজ বাস্তবায়ন করছে পিডিবি এবং সহযোগী হিসেবে আছে সিলেট সিটি কর্পোরেশন। এই পর্যন্ত সিটি এলাকায় সাড়ে ১৪ কিলোমিটার আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

পরবর্তী ধাপে আম্বরখানা পয়েন্ট থেকে শাহী ঈদগাহ, শাহী ঈদগাহ-কুমারপাড়া-নাইওরপুল সড়ক, নাইওরপুল-হাফিজ কমপ্লেক্স হয়ে-বন্দরবাজার সড়ক, চৌহাট্টা-কুমারপাড়া সড়ক, নয়াসড়ক-জেলরোড সড়ক, নয়াসড়ক-কাজীটুলা সড়ক, নাইওরপুর-সুবহানীঘাট-উপশহর-শিবগঞ্জ সড়ক, সুরমা মার্কেট-শেখঘাট জিতু মিয়া পয়েন্ট-লামাবাজার-রিকাবীবাজার সড়ক, জেলরোড-বন্দরবাজার সড়কগুলোতে আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল নির্মাণকাজের জন্য প্রস্তাবনা তৈরী করা হয়েছে। এই আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ হবে প্রায় ২৫ কিলোমিটার।

প্রিয় নগরবাসী,

আপনারা জানেন, সিলেট সিটি কর্পোরেশন সম্প্রসারণ হচ্ছে। এই বাস্তবতায় সিলেটে পানি উৎপাদন ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পানি সরবরাহ নিয়ে আমাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে। বিগতবার আমি উল্লেখ করেছি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সারি নদীতে ৫ কোটি লিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রায় ৭শ ৩৪ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য বড়শালায় ১৩ একর জায়গা অধিগ্রহণসহ প্লান্ট নির্মাণের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও তোপখানা পানি শোধনাগারের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বোতলজাত করে বিক্রয় প্রকল্পটির জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য স্থানীর সরকার বিভাগে পত্র দেওয়া হয়েছে। এবার সিটি এলাকায় নতুন ৫ কিলোমিটার পানির লাইন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ১৫ কিলোমিটার পানির লাইন সংস্কার করা হয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

এবার সিলেটের ইতিহাসে মাত্র অল্পদিনের ব্যবধানে একাধিকবার ভূকম্পন হয়েছে, যা বিশেষজ্ঞরা চরম উদ্বেগজনক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সিলেট সিটি কর্পোরেশন এক্ষেত্রে নগরবাসীকে সচেতন করার পাশাপাশি সিলেট মহানগরীর ঝুকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত ও আশু করণীয় নিয়ে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক করেছে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গঠনকৃত টিমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহনের সিদ্ধান্ত নেব। এছাড়াও আপনাদের অবগতির জন্য জানাতে চাই, ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আরবান রেজিলেন্স প্রজেক্ট এর আওতায় নগরীতে ইমারজেন্সী অপারেশন সেন্টার নির্মাণকাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ৫টি ইমার্জেন্সি বেজ স্টেশন স্থাপন করা হবে আপদকালীন সময়ে নেটওয়ার্ক সুরক্ষিত রাখার জন্য।

সচেতন সুধীজন,

প্রকৃতির কাছাকাছি গিয়ে সম্মানিত নাগরিকরা যাতে অন্তত একটু হাঁটতে পারেন সেজন্য আমরা বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। তাদের মধ্যে কয়েকটি পরিকল্পনার বাস্তবায়নও চলছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে গোয়াবাড়িতে এবং উপশহরে নান্দনিক ওয়াকওয়ে নির্মাণকাজ শেষ পর্যায়ে আছে। এছাড়াও সিলেটের জল্লারপাড়ে জল্লারখালকে কেন্দ্র করে একটি দৃষ্টিনন্দন জায়গা গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এমসি কলেজের মাঠের চারপাশ ঘিরে এবং সাগরদিঘীরপাড়ের প্রবাহমান ছড়াকে কেন্দ্র করে নান্দনিক ওয়াকওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ,

আমার একটি স্বপ্ন ছিল সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা। অবশেষে আমার সেই স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। চলতি বছর শেভরণ ও সুইস কন্টাক্টের যৌথ উদ্যোগে 'উত্তরণ' প্রকল্পের আওতায় সিলেট মহানগরীর চৌহাট্টায় ভোলানন্দ নৈশ বিদ্যালয় ভবনে এই কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হবে। এখান থেকে প্রতিবছর ১২শ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন।

প্রাথমিকভাবে ওয়েল্ডিং, প্লামবিং, ইলেকট্রিকেল ইন্সটলেশন ও মেইনটেইনেন্স, পাইপ ফিটিং ও হাউস কিপিং কোর্স পরিচালনা করা হবে। এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে শুধু দেশে নয়, বিদেশে গিয়েও একজন তরুণ তার ক্যারিয়ার গঠন করতে পারবে। আমি বিশ্বাস করি, এখান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনশক্তি বিদেশে গিয়ে কাজ করলে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি আয়ও করতে পারবেন।

সুধীবৃন্দ,

সিলেটে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা দিতে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ফ্রি ওয়াইফাই জোন কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। এই কাজ যারা বাস্তবায়ন করেছে তারা এই প্রকল্পটি সিলেট সিটি কর্পোরেশন বরাবরে সমঝে দিয়েছেন। এছাড়াও আমাদের সিটি কর্পোরেশন আইসিটি ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধণ করেছে। যাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে

ই-নথি : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অফিসের বিভিন্ন নথি ও ডাক এর কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। ই-নথি সফল ভাবে বাস্তবায়নে কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

ই-টেন্ডার : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন দরপত্র বর্তমানে ই-টেন্ডার এর মাধ্যমে আহবান করা হচ্ছে।

অনলাইন ট্রেড লাইসেন্স : সিলেট সিটি কর্পোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বর্তমানে অনলাইনে সম্পাদিত হচ্ছে। ট্রেড লাইসেন্স অনলাইনে প্রাপ্তি ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ফি প্রদানের সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে।

অনলাইন এসেসমেণ্ট এবং হোল্ডিং ট্যাক্স : হোল্ডিং ট্যাক্স অন লাইনে প্রাপ্তি ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ফি প্রদানের সিস্টেম তৈরি ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গ্রাহক ঘরে বসেই মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স ফি পরিশোধ করতে পারেন।

নগর মোবাইল অ্যাপস : সিলেট সিটি কর্পোরেশনে "নগর মোবাইল অ্যাপ"নামে একটি অ্যাপ তৈরি ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ অ্যাপের মাধ্যমে যে কোনো পরামর্শ ও দূর্নীতির অভিযোগ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো যায়। এছাড়া অ্যাপের মাধ্যমে কাছের হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, মসজিদ, এটিএম বুথ ইত্যাদি খোঁজে পাওয়া যায়। নগর অ্যাপে আরো আছে মেয়র, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাগনের মোবাইল নম্বরসহ যাবতীয় তথ্য। এছাড়া অনলাইন বিল সংক্রান্ত গ্রাহক আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে একজন নাগরিক অ্যাপটিতে লগ ইন করে তার বিল এর হাল নাগাদ তথ্যও পেতে পারেন।

অনলাইন পানির বিল : ম্যানুয়েল পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে পানির বিল অনলাইনে প্রাপ্তি ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে প্রদানের সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে।

অনলাইন জন্ম নিবন্ধন : সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদন করা হচ্ছে।

সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ,

আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করেই চলতি বছরের বাজেট ঘোষণা করব। দক্ষিণ সুরমায় বহুল প্রতীক্ষিত জননেত্রী শেখ হাসিনা শিশুপার্কের রাইড স্থাপন প্রকল্প চলমান আছে। শীঘ্রই এটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হবে। পরবর্তীতে পরিচালনার জন্য টেন্ডার আহবান করা হবে।

এছাড়া সিলেট সিটি কর্পোরেশনের এসফল্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ডিপিপি স্থানীয় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এসপল্ল প্লান্ট সংলগ্ন স্থানে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ফিলিং স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যেও জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। কুমারপাড়ায় নগর মাতৃসদন ও ডায়গনস্টিক সেন্টার স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে এবং এই প্রকল্পের ৭৫ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সুরমা নদীর উত্তর তীর ঘেষে সার্কিট হাউসের সম্মুখ হতে বোরহান উদ্দীন সড়ক পর্যন্ত রিটেইনিং ওয়াল ও ওয়াকওয়েসহ রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের আর্কিটেকচারাল ডিজাইন সম্পন্ন করেছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে চারটি পার্কিং ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৪টি পৃথক পৃথক খেলার মাঠ ও ৪টি পৃথক পৃথক গরুর হাটের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের স্থায়ী অফিস স্থাপনের পূর্বে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ২৬ নম্বর ওয়ার্ড ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ড অফিস স্থাপনের নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ১ নম্বর ওয়ার্ডে নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সিলেট মহানগরীর সুয়ারেজ মাস্টার প্ল্যানের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই জমি অধিগ্রহণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।

সুধীবৃন্দ,

কথা অনেক হয়ে গেছে। এবার আমি আল্লাহর রহমত এবং আপনাদের সহযোগিতা কামনা করে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করছি।

সিলেট নগরীর সম্মানিত নাগরিকবৃন্দকে অধিকতর সুযোগ সুবিধা ও সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবার সর্বমোট ৮৩৯ কোটি ২০ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা আয় ও সমপরিমাণ টাকা ব্যয় ধরে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। বাজেটে উল্লেখযোগ্য আয়ের খাত গুলো হলো হোল্ডিং ট্যাক্স ৪৪ কোটি ৯২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর ৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, ইমারত নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণের উপর কর ২ দুই কোটি টাকা, পেশা ব্যবসার উপর কর ৬ কোটি ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, বিজ্ঞাপনের উপর কর ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, বিভিন্ন মার্কেটের দোকান গ্রহীতার নাম পরিবর্তনের ফি ও নবায়ন ফিস বাবদ ৯০ লক্ষ টাকা, ঠিকাদারী তালিকাভুক্তি ও নবায়ন ফিস বাবদ ৩০ লক্ষ টাকা, বাস টার্মিনাল ইজারা বাবদ আয় ৫৫ লক্ষ টাকা, ট্রাক টার্মিনাল ইজারা বাবদ আয় ১৭ লক্ষ টাকা, খেয়াঘাট ইজারা বাবদ ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা,

সিটি কর্পোরেশনের সম্পত্তি ও দোকান ভাড়া বাবদ ১ কোটি টাকা, রোড রোলার ভাড়া বাবদ আয় ৬০ লক্ষ টাকা, রাস্তা কাটার ক্ষতিপূরণ বাবদ আয় ৫০ লক্ষ টাকা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে আয় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, পানির সংযোগ লাইনের মাসিক চার্জ বাবদ ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, পানির লাইনের সংযোগ ও পুনঃসংযোগ ফিস বাবদ ৮০ লক্ষ টাকা, নলকুপ স্থাপনের অনুমোদন ও নবায়ন ফি বাবদ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। সম্মানীত নগরবাসী নিয়মিত হোল্ডিং ট্যাক্সসহ অন্যান্য বকেয়া পাওনা পরিশোধ করলে বাজেট বছরে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব খাতে সর্বমোট ৮২ কোটি ২৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা আয় হবে বলে আশা করছি।

সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) খাতে ১০ কোটি টাকা, কোভিড-১৯ মোকাবেলা, ডেঙ্গু মোকাবেলা, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও প্রচার উপ-খাতসহ সরকারি বিশেষ মঞ্জুরী খাতে ৩১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, অন্যান্য প্রকল্প মঞ্জুরী বাবদ ১ কোটি টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প ৯০ কোটি টাকা, সিলেট মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প খাতে ১৩০ কোটি টাকা, সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় (২০১৮ সনে) ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প খাতে ২৮ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা, সিলেট মহানগরীর নাগরিক সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের জন্য আধুনিক যান-যন্ত্রপাতি সরবরাহ শীর্ষক প্রকল্প খাতে ২৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা, নগর ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্প খাতে ২০ কোটি টাকা, দক্ষিণ সুরমা এলাকায় শেখ হাসিনা শিশু পার্কে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প খাতে ২ কোটি টাকা, সিলেট মহানগরীর যানজট নিরসন ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প খাতে ৫ কোটি টাকা, বিভিন্ন ছড়া খনন ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ প্রকল্প খাতে ১০ কোটি টাকা, সিটি কর্পোরেশন এসফল্ট প্লান্ট স্থাপন ও বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে জমি অধিগ্রহণ খাতে ৩০ কোটি টাকা, সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ফিলিং ষ্টেশন স্থাপন খাতে ৫ কোটি টাকা, সিটি কর্পোরেশনের প্লাষ্টিক রিসাইক্লিং প্লান্ট স্থাপন খাতে ৫ কোটি টাকা, কুমারপাড়ায় সিটি কর্পোরেশনের নগর মাতৃসদন ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার স্থাপন খাতে ৫ কোটি টাকা, লালমাটিয়া ডাম্পিং গ্রাউন্ড উন্নয়ন প্রকল্প খাতে ২০ কোটি টাকা, তোপখানা পানি শোধনাগার এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বোতলজাত করে বিক্রয় প্রকল্প খাতে ৩০ কোটি টাকা, দক্ষিণ সুরমা বাস টার্মিনাল আধুনিকায়ন প্রকল্প ৩ কোটি টাকা, উৎপাদন নলকুপ স্থাপন খাতে ৫ কোটি টাকা, সুরমা নদীর উত্তর তীর ঘেষে সার্কিট হাউসের সম্মুখ হতে হযরত গাজী বুরহান উদ্দিন সড়ক পর্যন্ত রিটেইনিং ওয়াল এবং ওয়াকওয়েসহ রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প খাতে ২০ কোটি টাকা, সিলেট মহানগরীতে যানজট নিরসনে ৪টি পার্কিং ব্যবস্থা নির্মাণ খাতে ৪ কোটি টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৪টি গরুর হাট নির্মাণ খাতে ৪ কোটি টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৪টি জবাইখানা নির্মাণ খাতে ৪ কোটি টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৪টি খেলার মাঠ নির্মাণ খাতে ৪ কোটি টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন খাতে ২০ কোটি টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার মসজিদ, মন্দির, গির্জা, মাজার, কবরস্থান, শশ্মান ঘাট, ঈদগাহ উন্নয়নে ১০ কোটি টাকা, ২৭টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরগণের স্থায়ী অফিস স্থাপন প্রকল্প ২ কোটি টাকা, ভারতীয় অনুদানের সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উন্নত পরিবেশ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশন এলাকার অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প খাতে ৫ কোটি

টাকা, এমজিএসপি প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ ও পূর্ত কাজের পাওনাদী পরিশোধের জন্য বরাদ্দ বাবদ ৫ কোটি টাকা, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আরবান রেজিলেন্স প্রকল্পের আওতায় উঙঈ নির্মান প্রকল্প ৫ লক্ষ টাকা, সিলেট মহানগরীর সুয়ারেজ মাস্টার প্লান এর ফিজিবিলিটি ষ্টাডিকরন প্রকল্প ৫ কোটি টাকা, ৫০ এমএলডি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের জন্য ১৩.১৩ একর জমি অধিগ্রহণ ৫ কোটি টাকা, আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প খাতে ৫০ লক্ষ টাকা, নগরীর বস্তি সমুহের উন্নয়ন প্রকল্প খাতে ২ কোটি টাকা এবং সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব উন্নয়ন প্রকল্প খাতে মার্কেট নির্মাণ বাবদ প্রাপ্ত সালামী ও সিটি কর্পোরেশন আবাসিক প্রকল্পের নির্মাণ ব্যায় গ্রহণ বাবদ মোট ৪৭ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

বাজেটে রাজস্ব খাতে সর্বমোট ৮০ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। তন্মধ্যে সাধারণ সংস্থাপন খাতে ৩২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা, শিক্ষা ব্যয় খাতে ৬ কোটি ৮ লক্ষ টাকা, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান খাতে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, স্বাস্থ্য ও প্রয়ঃপ্রণালী খাতে ব্যয় বাবদ ১৩ কোটি ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ খাতে ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা, বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় খাতে ২০ লক্ষ টাকা, মোকদ্দমা ফি ও পরিচালনা ব্যয় বাবদ ২৫ লক্ষ টাকা, জাতীয় দিবস উদযাপন ব্যয় খাতে ৭০ লক্ষ টাকা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন ব্যয় খাতে ১ কোটি টাকা, খেলাধুলা ও সংস্কৃতি ব্যয় খাতে ১৫ লক্ষ টাকা, মেয়র কাপ ক্রিকেট ও ফুটবল টুর্ণামেন্ট ব্যয় বরাদ্দ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, মেয়র কাপ ব্যাটমিনটন টুর্ণামেন্ট ব্যয় বরাদ্দ ৩০ লক্ষ টাকা, রিলিফ/জরুরী ত্রাণ ব্যয় বরাদ্দ ১ কোটি টাকা, আকস্মিক দুর্যোগ/বিপর্যয়/করোনা ব্যয় বরাদ্দ ২ কোটি টাকা, রাস্তা আলোকিত করন ব্যয় বরাদ্দ ৩ কোটি টাকা, কার্যালয়/ভবন ভাড়া বাবদ বরাদ্দ ১ কোটি টাকা, নিরাপত্তা/সিকিউরিটি পুলিশিং ব্যয় খাতে ৫০ লক্ষ টাকা, ডিজিটাল মেলা আয়োজনে ব্যয় বরাদ্দ ৩০ লক্ষ টাকা। অনান্য ব্যয় খাতে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া পানি সরবরাহ শাখার সংস্থাপন ব্যয় সহ পানির লাইনের সংযোগ ব্যয়, পাম্প হাউজ, মেশিন, পাইপ লাইন মেরামত ও সংস্কার সহ সর্বমোট ১২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বাজেটে রাজস্ব খাতে অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যয় বাবদ মোট ২৮ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে রাস্তা নির্মাণ, রাস্তা মেরামত/সংস্কার, ব্রীজ/কালভার্ড নির্মাণ, ব্রীজ/কালভার্ড মেরামত/ সংস্কার, ড্রেন নির্মাণ/মেরামত, সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি ও সম্পদ ক্রয়, সিটি কর্পোরেশনের ভবন নির্মাণ/মেরামত, সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ ও সংস্কার, ঢাকায় সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব লিঁয়াজো অফিসের জন্য ফ্ল্যাট ক্রয়, কসাই খানা নির্মাণ/ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গা উন্নয়ন, সিটি কর্পোরেশনের যানবাহন রক্ষায় গ্যারেজ নির্মাণ, সিটি কর্পোরেশনের যানবাহন রক্ষণ-বেক্ষনে ওয়ার্কসপ নির্মাণ, হাট বাজার উন্নয়ন, বাস টার্মিনাল সংস্কার ও উন্নয়ন, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পাঠাগার নির্মাণ, নাগরিক নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন, গভীর নলকুপ স্থাপন, এমজিএসপি প্রকল্পের রক্ষনাবেক্ষন কাজের নিজস্ব অর্থ ব্যয়,

সিটি কর্পোরেশনের জন্য জীপ গাড়ী ও ২টি আধুনিক এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় এবং নারীদের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ ব্যয়সহ ইত্যাদি ব্যয় উল্লেখযোগ্য ।

এছাড়া সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) খাতে ব্যয় ১০ কোটি টাকা, কোভিড-১৯ মোকাবেলা, ডেঙ্গু মোকাবেলা, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও প্রচার উপ-খাতসহ সরকারি বিশেষ মঞ্জুরী খাতে ব্যয় ৩১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, অন্যান্য প্রকল্প মঞ্জুরী বাবদ ব্যয় ১ কোটি টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প ৯০ কোটি টাকা, সিলেট মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প খাতে ১৩০ কোটি টাকা, সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় (২০১৮ সনে) ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প খাতে ২৮ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা, সিলেট মহানগরীর নাগরিক সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের জন্য আধুনিক যান-যন্ত্রপাতি সরবরাহ শীর্ষক প্রকল্প খাতে ২৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা, নগর ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্প খাতে ২০ কোটি টাকা, দক্ষিণ সুরমা এলাকায় শেখ হাসিনা শিশু পার্কে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প খাতে ২ কোটি টাকা, সিলেট মহানগরীর যানজট নিরসন ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প খাতে ৫ কোটি টাকা, বিভিন্ন ছড়া খনন ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ প্রকল্প খাতে ১০ কোটি টাকা, সিটি কর্পোরেশনের এসফল্ট প্লান্ট স্থাপন ও বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে জমি অধিগ্রহণ খাতে ৩০ কোটি টাকা, সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ফিলিং ষ্টেশন স্থাপন খাতে ৫ কোটি টাকা, সিটি কর্পোরেশনের প্লাষ্টিক রিসাইক্লিং প্লান্ট স্থাপন খাতে ৫ কোটি টাকা, কুমারপাড়ায় সিটি কর্পোরেশনের নগর মাতৃসদন ও ডায়গনষ্টিক সেন্টার স্থাপন খাতে ৫ কোটি টাকা, লালমাটিয়া ডাম্পিং গ্রাউন্ড উন্নয়ন প্রকল্প খাতে ২০ কোটি টাকা, তোপখানা পানি শোধনাগার এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বোতলজাত করে বিক্রয় প্রকল্প খাতে ৩০ কোটি টাকা, দক্ষিণ সুরমা বাস টার্মিনাল আধুনিকায়ন প্রকল্প ৩ কোটি টাকা, উৎপাদন নলকুপ স্থাপন খাতে ৫ কোটি টাকা, সুরমা নদীর উত্তর তীর ঘেষে সার্কিট হাউসের সম্মুখ হতে হযরত গাজী বুরহান উদ্দিন সড়ক পর্যন্ত রিটেইনিং ওয়াল এবং ওয়াকওয়েসহ রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প খাতে ২০ কোটি টাকা, সিলেট মহানগরীতে যানজট নিরসনে ৪টি পার্কিং ব্যবস্থা নির্মাণ খাতে ৪ কোটি টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৪টি গরুর হাট নির্মাণ খাতে ৪ কোটি টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৪টি জবাইখানা নির্মাণ খাতে ৪ কোটি টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৪টি খেলার মাঠ নির্মাণ খাতে ৪ কোটি টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন খাতে ২০ কোটি টাকা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার মসজিদ, মন্দির, গির্জা, মাজার, কবরস্থান, শশ্মান ঘাট, ঈদগাহ উন্নয়নে ব্যয় ১০ কোটি টাকা, ২৭-টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর গণের স্থায়ী অফিস স্থাপন প্রকল্প ২ কোটি টাকা, ভারতীয় অনুদানের সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উন্নত পরিবেশ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশন এলাকার অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প খাতে ৫ কোটি টাকা, এমজিএসপি প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ ও পূর্ত কাজের পাওনাদী পরিশোধের জন্য বরাদ্দ ব্যয় বাবদ ৫ কোটি টাকা, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আরবান রেজিলেন্স প্রকল্পের আওতায় ঊঙঈ নির্মাণ প্রকল্প ৫ লক্ষ টাকা, সিলেট মহানগরীর সুয়ারেজ মাস্টার প্লান এর ফিজিবিলিটি ষ্টাডি করন প্রকল্প ৫ কোটি টাকা, ৫০ এমএলডি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের জন্য ১৩.১৩ একর জমি অধিগ্রহণ ৫ কোটি টাকা, আরবান প্রাইমারী

হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প খাতে ৫০ লক্ষ টাকা, নগরীর বস্তি সমুহের উন্নয়ন প্রকল্প খাতে ২ কোটি টাকা এবং সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব উন্নয়ন প্রকল্প খাতে মার্কেট নির্মাণ ও সিটি কর্পোরেশন আবাসিক প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় বাবদ মোট ৪৭ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

বাজেট তৈরীতে এবার সহযোগিতা করেছেন অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর জনাব রেজওয়ান আহমদ, সদস্য কাউন্সিলর জনাব আব্দুর রকিব তুহিন, কাউন্সিলর জনাব আযম খান, কাউন্সিলর শাহানারা বেগম, কাউন্সিলর জনাব আব্দুল মুহিত জাবেদ এবং সদস্য সচিব প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব আ.ন.ম. মনছুফ। তাঁরা যে সময় ও শ্রম দিয়েছেন সেজন্য তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সম্মানিত সাংবাদিক ও সুধীজন,

প্রতিবছরের মতো এবারও আপনারা মূল্যবান সময় দেওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনারা গঠনমূলক সংবাদ প্রচার করে আগামীর সুন্দর সিলেট বিনির্মাণে সহযোগী হিসেবে কাজ করছেন।

সবশেষে আপনাদের মাধ্যমে সিলেটের সকল সম্মানিত নগরবাসী, প্রবাসী বাংলাদেশি এবং দেশবাসীর কাছে দোয়া চাই। আর কাজকর্ম করতে গিয়ে মানুষের ভুল হওয়া স্বাভাবিক। সেই দিক বিবেচনায় নিয়ে সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ আমাদের সিটি কর্পোরেশনের অনিচ্ছাকৃত সকল ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সেই প্রত্যাশা করছি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আমরা যেন কোন ধরনের অবহেলা না করি, সবাই যেন স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলি এবং অন্যকেও মেনে চলার জন্য সচেতন করি।

সবার সুস্থতা ও মঙ্গল কামনা করে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি।

আল্লাহ হাফেজ।

(আরিফুল হক চৌধুরী)
মেয়র, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

বাজেট
অর্থ বছর ২০২১-২০২২

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

লক্ষ টাকায়

বিবরণ	প্রকৃত ২০১৯-২০ খ্রিঃ	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১ খ্রিঃ	বাজেট ২০২১-২২ খ্রিঃ
	টাকা	টাকা	টাকা
প্রারম্ভিক স্থিতি	৭৭৮১.৮০	১৪৬৮২.৯০	১৫৪৯৪.১৫
আয় ঃ			
রাজস্ব-১	২৯৯৪.৯১	৬৪৯২.০২	৬৮৩২.৫১
রাজস্ব-২	৬৬৩.৭৭	১৩১২.২৩	১৩৯১.১০
মোট	৩৬৫৮.৬৮	৭৮০৪.২৫	৮২২৩.৬১
উন্নয়ন ঃ			
অন্যান্য উন্নয়ন	০.০০	০.০০	৪৭০০.০০
সরকারী অনুদান (থোক)	৭৭৫.৫২	৩২৯.০০	১০০০.০০
সরকারী বিশেষ অনুদান	৬১৩.২০	৫৮৯.৫০	৩২৬০.০০
সরকারী/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প	২৯১৭৪.৮০	২৭৯৬৪.০২	৫১২৪৩.০০
মোট	৩০৫৬৩.৫২	২৮৮৮২.৫২	৬০২০৩.০০
সর্বমোট	৪২০০৪.০০	৫১৩৬৯.৬৭	৮৩৯২০.৭৬
ব্যয় ঃ			
রাজস্ব-১	৩৪৬৮.৬৭	৪৮৮৩.০০	৬৮২২.৫০
রাজস্ব-২	৪৯০.৯৬	১০৭৩.০০	১২৩৭.০০
মোট	৩৯৫৯.৬৩	৫৯৫৬.০০	৮০৫৯.৫০
উন্নয়ন ঃ			
অন্যান্য উন্নয়ন	০.০০	০.০০	৪৭০০.০০
উন্নয়ন	৩১২৭৫.৫৯	২৯৯১৯.৫২	৫৮৩৫৮.০০
মোট	৩১২৭৫.৫৯	২৯৯১৯.৫২	৬৩০৫৮.০০
সমাপনী স্থিতি	১৪৬৮২.৯০	১৫৪৯৪.১৫	১২৮০৩.২৬
সর্বমোট	৪৯৯১৮.১২	৫১৩৬৯.৬৭	৮৩৯২০.৭৬

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

বাজেট

অর্থ বছর ২০২১-২০২২

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	প্রকৃত ২০১৯-২০ খ্রিঃ টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১ খ্রিঃ টাকা	বাজেট ২০২১-২২ খ্রিঃ টাকা
১	২	৩	৪	৫
	প্রারম্ভিক স্থিতি	৭৭৮১.৮০	১৪৬৮২.৯০	১৫৪৯৪.১৫
	রাজস্ব আয় (উপাংশ-১)			
১।	ট্যাক্সেস ঃ-			
	ক) গৃহ ও ভূমি কর	৩৭৪.৩১	১৫১৮.৩৮	১৫৭২.৪৩
	খ) স্থাবর সম্পত্তি হস্থান্তর কর	৭১৩.৬০	৮২০.০০	৮৬০.০০
	গ) ইমারত নির্মাণ ও পূনঃনির্মাণ কর	৭০.১৭	১৫০.০০	২০০.০০
	ঘ) পেশা, ব্যবসা ও কলিং এর উপর কর	৫০৮.৬২	৬০০.০০	৬৫০.০০
	ঙ) জন্ম-মৃত্যু, নিবন্ধনের উপর কর	৯.৫৪	১৫.০০	১৮.০০
	চ) বিজ্ঞাপন কর	১২৩.১১	৯৫.৪১	১২৫.০০
	ছ) পোষা প্রাণী কর	০.০০	০.০০	০.৫০
	জ) সিনেমা কর	৮.০০	০.২০	০.২৫
	ঝ) সুরমা নদী পথে নগর উন্নয়ন কর	০.০০	৩.৫০	৪.৫০
	ঞ) যানবাহন (যান্ত্রিক যানবাহন ও নৌকা ব্যতিত) কর	১৯.৪৫	২০.০০	২৫.০০
	উপ-মোট	১৮২৬.৮০	৩২২২.৪৯	৩৪৫৫.৬৮
২।	রেইট ঃ-			
	ক) লাইটিং	১৬০.৪২	৬৫০.৭৩	৬৭৩.৯০
	খ) কনজারভেন্সী	৩৭৪.৩১	১৫১৮.৩৮	১৫৭২.৪৩
	উপ-মোট	৫৩৪.৭৩	২১৬৯.১১	২২৪৬.৩৩
৩।	ফিস ঃ-			
	ক) লাইসেন্স ফি (রিক্সা ড্রাইভিং লাইসেন্স)	০.০৯	০.৫০	০.৭৫
	খ) পশু জবাই	৯.৫১	১০.০০	১৫.০০
	গ) সিটি কর্পোঃ মার্কেটের দোকান গ্রহীতার নাম পরিবর্তণ ও নবায়ন ফিস	১২.১৭	৯০.০০	৯০.০০
	ঘ) মেলা ও শিল্প প্রদর্শনী	০.০০	০.০০	০.৫০
	ঙ) ঠিকাদারী তালিকাভুক্তি ও নবায়ন ফিস	২৬.৫৯	২৮.০০	৩০.০০
	চ) এ আর ভি ফিস	০.০০	০.০০	০.৫০
	ছ) প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন ও প্রকৌশলী তালিকাভুক্তি ফিস	২.৩৮	৫.২০	৬.০০
	জ) বিবাহ সনদপত্র ফিস	১.৬১	২.২০	২.৫০
	ঝ) জাবেদা নকল ফিস	০.০৪	১.৫০	২.০০
	ঞ) ল্যাব টেষ্ট ফিস	৩.৭৬	৭.২০	৮.৫০
	ঞ) অন্যান্য ফিস	০.০০	০.৫০	০.৭৫
	উপ-মোট	৫৬.১৫	১৪৫.১০	১৫৬.৫০

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	প্রকৃত ২০১৯-২০ খ্রিঃ টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১ খ্রিঃ টাকা	বাজেট ২০২১-২২ খ্রিঃ টাকা
১	২	৩	৪	৫
৪।	ইজারা ঃ-			
	ক) হাট বাজার ইজারা	২১.৮৭	১৫.০০	২০.০০
	খ) পশুর হাট ইজারা	২.৮৬	৭.৫০	৩০.০০
	গ) বাস স্ট্যান্ড / টার্মিনাল ইজারা	২৭.৪৪	৪৮.০০	৫৫.০০
	ঘ) ট্রাক টার্মিনাল ইজারা	০.০০	১৬.০০	১৭.০০
	ঙ) খেয়াঘাট ইজারা	১৩.৪৭	১৫.৭৭	১৬.৫০
	চ) শৌচাগার ইজারা	০.০৯	২.৫৫	৮.৫০
	ছ) পুকুর ইজারা	০.০০	০.০০	২.৫০
	জ) কেন্টিন ইজারা/অন্যান্য ইজারা বাবদ আয়	০.০০	০.০০	৫.০০
	উপ-মোট	৬৫.৭৩	১০৪.৮২	১৫৪.৫০
৫।	অন্যান্য ঃ-			
	ক) কবরস্থান / শ্মসান ঘাট	০.০০	০.০০	০.৫০
	খ) রোড রোলার ভাড়া	৩৭.০৩	৪০.০০	৬০.০০
	গ) সিটির সম্পত্তি ও দোকান ভাড়া	৩৯.৯৪	৯০.০০	১০০.০০
	ঘ) সিটির সম্পত্তি লিজ ও নবায়ন	০.০০	২০.০০	৪০.০০
	ঙ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে আয়	৮১.৮০	১০৫.০০	১২০.০০
	চ) বাগবাড়ী আবাসিক প্রকল্প রক্ষণা বেক্ষণ খাতে আয়	০.০০	১.০০	১.৫০
	ছ) স্বল্প মূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত রিং ল্যট্রিন সরবরাহ	০.০০	০.০০	০.৫০
	জ) রাস্ত্মা কাটার ক্ষতিপূরন বাবদ আয়	৬.২৯	২৫০.০০	৫০.০০
	ঝ) বিভিন্ন সার্টিফিকেট খেকে আয়	১.৬৮	০.৫০	১.০০
	ঞ) বিভিন্ন ফরম বিক্রয থেকে আয়	৪.১২	৩.৫০	৪.০০
	ট) দরপত্র সিডিউল বিক্রয় বাবদ আয়	০.০০	০.০০	২.০০
	ঠ) সারচার্য ও জরিমানা	৫.৮৬	১০.৫০	১২.০০
	ড) ই.পি.আই কর্মসূচী/ভিটামিন এ-পস্নাস ক্যাম্পেইন খাতে প্রাপ্ত	৪.২৩	৫.০০	১০.০০
	ঢ) পানির টেংকি পরিবহন খাতে আয়	৭.৯১	৮.০০	১২.০০
	ণ) অস্থায়ী বেবীটেক্সি/টেম্পু স্টেন্ড থেকে আয়	০.২৫	১.০০	২.০০
	ত) ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের মুনাফা থেকে প্রাপ্ত	১৩৯.০৭	১৩০.০০	১৪০.০০
	থ) সেচ্ছায় অনুদান গ্রহন	৩৯.২০	১০.০০	২০.০০
	দ) বিভিন্ন নিলাম থেকে আয়	১৪.০৩	১৫.০০	২০.০০
	ধ) ভ্যাকুয়াম টেন্ক, ভীম লিফটার ও ক্রেন ভাড়া বাবদ	১৪.০৭	২০.০০	২২.০০
	ন) ওসমানী শিশু উদ্যান নবায়ন	০.০০	৬.০০	২.০০
	প) দূর্যোগপূর্ণ ঝুকি হ্রাস করনের লক্ষ্যে অবকাঠামো রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য রক্ষিত স্থায়ী আমানতের উপর প্রাপ্ত মুনাফা	০.০০	২.০০	১০.০০
	ফ) বিভিন্ন ইজারার ভ্যাট, আয়কর ও জামানত জমা বাবদ	১৫.৩৬	২৫.০০	৩০.০০
	ব) অন্যান্য আয় (হল রন্নম ভাড়া, অব্যয়িত টাকা জমা, অভ্যন্স্তরীন বিদ্যুত বিলের উপর প্রাপ্ত)	০.৬৬	৮.০০	১০.০০
	উপ-মোট	৪১১.৫০	৭৫০.৫০	৬৬৯.৫০

পৃষ্টা-২

লক্ষ টাকায়

		প্রকৃত	সংশোধিত বাজেট	বাজেট

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	২০১৯-২০ খ্রিঃ টাকা	২০২০-২১ খ্রিঃ টাকা	২০২১-২২ খ্রিঃ টাকা
১	২	৩	৪	৫
৬।	উন্নয়ন খাত ব্যতিত সরকারী অনুদান			
	ক) নগর শুল্কের পরিবর্তে ক্ষতিপূরন সাহায্য মঞ্জুরী	১০০.০০	১০০.০০	১২০.০০
	গ) অন্যান্য মঞ্জুরী	০.০০	০.০০	৩০.০০
	উপ-মোট	১০০.০০	১০০.০০	১৫০.০০
	মোট	২৯৯৪.৯১	৬৪৯২.০২	৬৮৩২.৫১
	উপাংশ -২			
	১) পানির কর	১৬০.৪২	৬৫০.৭৩	৬৭৩.৯০
	২) পানির সংযোগ লাইনের মাসিক চার্জ	৩১৭.৩২	৪৫০.০০	৪৬০.০০
	৩) পানির লাইনের সংযোগ ও পুনঃ সংযোগ ফিস	৫৮.৯৩	৬০.০০	৮০.০০
	৪) নলকূপ স্থাপনের অনুমোদন ও নবায়ন ফি	১১০.১৪	১৩০.০০	১৫০.০০
	৫) পানির লাইনের জন্য রাস্তার ক্ষতিপুরন বাবদ আদায়	১৬.৫৪	২০.০০	২৫.০০
	৬) সারচার্য	০.৪২	১.০০	১.২০
	৭) অন্যান্য	০.০০	০.৫০	১.০০
	মোট=	৬৬৩.৭৭	১৩১২.২৩	১৩৯১.১০
	রাজস্ব খাতে সর্বমোট আয় (উপাংশ ১+২)	৩৬৫৮.৬৮	৭৮০৪.২৫	৮২২৩.৬১

	খ) (১) উন্নয়ন হিসাব ঃ			
১	ক) সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা থোক মঞ্জুরী	৭৭৫.৫২	৩২৯.০০	১০০০.০০
	খ) সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বিশেষ মঞ্জুরী	০.০০	০.০০	৫০০.০০
	গ) ডেঙ্গু মোকাবেলা, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও প্রচার উপ-খাতে সরকারি মঞ্জুরী	০.০০	২০২.০০	৫০০.০০
	ঘ) কোভিট-১৯ মোকাবেলা উপ-খাতে সরকারি মঞ্জুরী	১০০.০০	১৮০.০০	৫০০.০০
	ঙ) মশক নিধন ও পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে সরকারি মঞ্জুরী	১৮৫.০০	০.০০	২০০.০০
	চ) পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ/উন্নয়ন খাতে সরকারি মঞ্জুরী	০.০০	০.০০	২০০.০০
	ছ) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ড্রেনেজ ব্যবস্থার সংস্কার/মেরামত এবং পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে সরকারি মঞ্জুরী	০.০০	১০০.০০	২০০.০০
	জ) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নের জন্য উপ-খাতে সরকারি মঞ্জুরী	০.০০	১০৭.৫০	১০০০.০০
	ঝ) মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সরকারি মঞ্জুরী	১০.০০	০.০০	৫০.০০
	ঞ) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে সরকারি মঞ্জুরী	১.২০	০.০০	১০.০০
	ট) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জন্য সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নক্সা প্রনয়নে সরকারি মঞ্জুরী	৩১৭.০০	০.০০	০.০০
২	অন্যান্য মঞ্জুরী	০.০০	০.০০	১০০.০০
	উপ-মোট	১৩৮৮.৭২	৯১৮.৫০	৪২৬০.০০

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	প্রকৃত ২০১৯-২০ খ্রিঃ টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১ খ্রিঃ টাকা	বাজেট ২০২১-২২ খ্রিঃ টাকা

১	২	৩	৪	৫
	খ) (২) সরকারী / বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প ঃ			
১	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	২২৬০০.০০	৯০০০.০০	৯০০০.০০
২	সিলেট মহানগরীর ১১টি ছড়া সংরক্ষণ ও আরসিসি রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	৩৩৯১.৩১	০.০০	০.০০
৩	জলাবদ্ধতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প	০.০০	১২৯৯০.৭৫	১৩০০০.০০
৪	সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায়(২০১৮) ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প	০.০০	১৫০০.০০	২৮৭২.০০
৫	সিলেট মহানগরীর নাগরিক সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের জন্য আধুনিক যান-যন্ত্রপাতি সরবরাহ শীর্ষক প্রকল্প	০.০০	১০০০.০০	২৬৩৬.০০
৬	নগর ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ	০.০০	০.০০	২০০০.০০
৭	দক্ষিণ সুরমা জননেত্রী শেখ হাসিনা শিশু পার্কে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	০.০০	০.০০	২০০.০০
৮	সিলেট মহানগরীর যানজট নিরসন ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প	০.০০	০.০০	৫০০.০০
৯	বিভিন্ন ছড়া খনন ও প্রতিবন্ধকতা অপসারন প্রকল্প	০.০০	০.০০	১০০০.০০
১০	সিটি কর্পোঃ এসফল্ট পস্নান্ট স্থাপন ও বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে জমি অধিগ্রহণ	০.০০	০.০০	৩০০০.০০
১১	সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ফিলিং ষ্টেশন স্থাপন	০.০০	০.০০	৫০০.০০
১২	সিটি কর্পোরেশনের পস্নাস্টিক রিসাইক্লিং পস্নান্ট স্থাপন	০.০০	০.০০	৫০০.০০
১৩	কুমারপাড়ায় সিটি কর্পোরেশনের নগর মাতৃসদন ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার স্থাপন	০.০০	০.০০	৫০০.০০
১৪	লালমাটিয়ায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড উন্নয়ন প্রকল্প	০.০০	০.০০	২০০০.০০
১৫	তোপখানা পানি শোধনাগার এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বোতলজাত করে বিক্রয় প্রকল্প	০.০০	০.০০	৩০০০.০০
১৬	দক্ষিণ সুরমায় আধুনিক বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (এমজিএসপি)	০.০০	০.০০	৩০০.০০
১৭	উৎপাদন নলকূপ স্থাপন	০.০০	০.০০	৫০০.০০
১৮	সুরমা নদীর উত্তর তীর ঘেষে সার্কিট হাউসের সম্মুখ হতে বোরহান উদ্দিন সড়ক পর্যন্ত রিটেননিং ওয়াল এবং ওয়াকওয়েসহ রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প	১৮০০.০০	১৮০০.০০	২০০০.০০
১৯	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সোয়ারেজ মাষ্টার পস্নান্টের সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নক্সা প্রনয়নে সরকারি প্রকল্প মঞ্জুরী	০.০০	৪৯৫.০০	৫০০.০০
২০	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মিরের ময়দান ষ্টাফ কোয়াটার নির্মাণ	০.০০	০.০০	১০০.০০
২১	সিলেট মহানগরীতে যানজট নিরসনে ৪টি পার্কিং ব্যবস্থা নির্মাণ	০.০০	০.০০	৪০০.০০
২২	সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৪টি গরম্নর হাট নির্মাণ	০.০০	০.০০	৪০০.০০
২৩	সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৪টি জবাইখানা নির্মাণ	০.০০	০.০০	৪০০.০০
২৪	সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৪টি খেলার মাঠ নির্মাণ	০.০০	০.০০	৪০০.০০
২৫	সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন	০.০০	০.০০	২০০০.০০
২৬	মসজিদ, মন্দির, গির্জা, মাজার, কবরস্থান, শ্মশান ঘাট, ঈদগাহ উন্নয়ন	০.০০	২০.০০	১০০০.০০
২৭	২৭টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর গণের স্থায়ী অফিস স্থাপন প্রকল্প	০.০০	০.০০	২০০.০০
২৮	ভারতীয় অনুদানে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উন্নত পরিবেশ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশন এলাকার অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	৭৬৩.৪৯	১৮৬.৪১	৫০০.০০
২৯	এমজিএসপি প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ ও পূর্ত কাজের পাওনাদী পরিশোধের জন্য উপ-বরাদ্দ বাবদ প্রাপ্তি	৫৭১.০০	৯৪৬.৫৯	৫০০.০০
৩০	বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আরবান রেজিলেন্স প্রকল্পের আওতায় EOCনির্মাণ প্রঃ	০.০০	০.০০	৫.০০
৩১	ইউনিসেফের অর্থায়নে সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার সুবিধা বঞ্চিত মা ও শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক পরিসেবা কাঠামো শক্তিশালীকরণ	৪৯.০০	২৫.২৭	৮০.০০

লক্ষ টাকায়

৩২	সিলেট মহানগরীতে সুয়্যারেজ মাষ্টার পস্নান এর ফিজিবিলিটি ষ্টাডি করন প্রকল্প	০.০০	০.০০	৫০০.০০
৩৩	৫০ MLD ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পস্নান্টের জন্য ১৩.১৩ একর জমি অধিগ্রহন	০.০০	০.০০	৫০০.০০

৩৪	আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প	০.০০	০.০০	৫০.০০
৩৫	নগরীর বস্তিসমুহের উন্নয়ন প্রকল্প	০.০০	০.০০	২০০.০০
	উপ-মোট	২৯১৭৪.৮০	২৭৯৬৪.০২	৫১২৪৩.০০

ক্রমিক নং	খাত	প্রকৃত ২০১৯-২০ খ্রিঃ টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১ খ্রিঃ টাকা	বাজেট ২০২১-২২ খ্রিঃ টাকা
১	২	৩	৪	৫
	খ) (৩) সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব প্রকল্পঃ-			
১	লালদিঘীতে মার্কেট নির্মাণ থেকে আয়	০.০০	০.০০	২০০০.০০
২	ধোপাদিঘী পূর্বপারে ১০তলা বিশিষ্ট সিটি মার্কেট নির্মাণ	০.০০	০.০০	১০০০.০০
৩	হাসান মার্কেট নির্মাণ থেকে আয়	০.০০	০.০০	১০০.০০
৪	সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন মার্কেটের নির্মাণ থেকে আয়	০.০০	০.০০	১০০.০০
৫	সিটি কর্পোরেশন আবাসিক প্রকল্প নির্মাণ থেকে আয়	০.০০	০.০০	১৫০০.০০
	উপ-মোট	০.০০	০.০০	৪৭০০.০০
	মোট উন্নয়ন আয়	৩০৫৬৩.৫২	২৮৮৮২.৫২	৬০২০৩.০০
	সর্বমোট	৪২০০৪.০০	৫১৩৬৯.৬৭	৮৩৯২০.৭৬

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	খাত	প্রকৃত ২০১৯-২০ খ্রিঃ টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১ খ্রিঃ টাকা	বাজেট ২০২১-২২ খ্রিঃ টাকা
	গ) মূলধন হিসাব			

১	গৃহীত ঋন (এসটিআইডিপি থেকে গৃহীত ঋন এখানে ধরা হয়েছে)	০.০০	০.০০	৮১.১৯
২	গৃহীত ঋন (৯ শহর প্রকল্প থেকে গৃহীত ঋন এখানে ধরা হয়েছে)	০.০০	০.০০	২০.০০
৩	বিএমডিএফ এর প্রাপ্ত ঋনের অর্থ ফেরত	১৪.২৮	১৩.৬৪	৯.৮১
৪	প্রদত্ত ঋন ফেরৎ	০.০০	০.০০	৫.০০
৫	আনুতোষিক তহবিল স্থানান্তর (গ্র্যচুয়িটি)	১৮০.০০	২০০.০০	২০০.০০
৬	নিরাপত্তা ও কল্যান তহবিল স্থানান্তর	০.০০	৫০.০০	৬০.০০
৭	ঠিকাদারের জামানতের টাকা জমা	১৫৪০.০০	২৬০০.০০	২৫০০.০০
	মোট প্রাপ্তি	১৭৩৪.২৮	২৮৬৩.৬৪	২৮৭৬.০০
	প্রারম্ভিক জের	৭৭৮১.৮০	১৪৬৮২.৯০	১৫৪৯৪.১৫
	সর্বমোট	৯৫১৬.০৮	১৭৫৪৬.৫৪	১৮৩৭০.১৫

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	প্রকৃত ২০১৯-২০ খ্রিঃ টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১ খ্রিঃ টাকা	বাজেট ২০২১-২২ খ্রিঃ টাকা
১	২	৩	৪	৫
	রাজস্ব ব্যয় (উপাংশ-১)			

১।	সাধারন সংস্থাপন ঃ-			
	ক) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/কাউন্সিলরগণের সন্মানী ভাতা	২০৮.০৩	২৪০.০০	৩০০.০০
	খ)(১) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা এবং সম্মানী ভাতা (পানি সরবরাহ ও শিক্ষা শাখা ব্যতীত)	১০১৫.৭৪	১০৫০.০০	১২৫০.০০
	(২) মাস্টার রোল / চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের বেতন/অনুদান	৪৩৮.৭০	৬৮০.০০	৭০০.০০
	(৩) কর্মকর্তা / কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল	৩৬.৫০	৬৫.০০	৭০.০০
	(৪) কর্মচারীদের গৃহ নির্মান /মটর সাইকেল ঋণ প্রদান	০.০০	১০.০০	২০.০০
	গ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আনুতোষিক ভাতা ও অন্যান্য	১১৩.৫০	১৪০.০০	২০০.০০
	ঘ) বস্তি উন্নয়ন কর্মী, শিক্ষকের বেতন ও অন্যান্য	৭.২১	৭.৫০	১২.০০
	ঙ) টেন্ডার কমিটি, এবং অন্যান্য কমিটির সম্মানী ইত্যাদি	৪.১৭	১২.০০	১৫.০০
	চ) টেলিফোন, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট	১৪.১৫	১০.৫০	১২.০০
	ছ) বিদ্যুৎ বিল	০.০০	২০০.০০	২০০.০০
	জ) ভ্রমন ভাতা	২৫.৩৬	১৫.০০	২৫.০০
	ঝ) বিজ্ঞাপন বিল	২৬.৪৪	৩০.০০	৫০.০০
	ঞ) স্টেশনারী ক্রয় ও মুদ্রন	২০.৪৭	২৮.০০	৪০.০০
	ট) আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি	৩০.৪৩	৪৮.০০	৬০.০০
	ঠ) কম্পিউটার ক্রয় ও মেরামত	১৫.৭৮	১৮.০০	৩০.০০
	ড) যানবাহন মেরামত ব্যয় (সাধারণ, প্রকৌশল ও অন্যান্য)	২৫.১৩	২৬.০০	৪০.০০
	ঢ) যানবাহনের জ্বালানী ব্যয় (সাধারণ, প্রকৌশল ও অন্যান্য)	৫৬.১৯	৬৮.০০	৮০.০০
	ণ) যানবাহনসমুহের রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন, ফিটনেস ইত্যাদি	৪.৪৬	৫.০০	১০.০০
	ত) তথ্য প্রযুক্তি (ওয়েবসাইট উন্নয়ন, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন)	০.০০	২.৫০	১০.০০
	থ) ইনোভেশন (উদ্ভাবন) সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ব্যয়	০.০০	০.০০	৫.০০
	দ) বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের নাগরিক সম্বর্ধনা ও আপ্যায়ন ব্যয়	৪৩.৫৫	৪৫.০০	৫০.০০
	ধ) প্রশিক্ষণ ব্যয় (দেশে বিদেশে)	৩.৪৯	১০.০০	১৫.০০
	ন) আনুষাঙ্গিক ব্যয়	৩১.৯০	২৫.০০	৩০.০০
	উপ-মোট	২১২১.২০	২৭৩৫.৫০	৩২২৪.০০
২।	(ক) কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার ফরম, রশিদ বই.ইত্যাদি মুদ্রন)	৯.০৮	৫.০০	২০.০০
	(খ) বিভিন্ন ইজারার সরকারী অর্থ জমা ও জামানত ফেরত প্রদান খাতে ব্যয়	৭.৮০	৫.০০	২০.০০
	উপ-মোট	১৬.৮৮	১০.০০	৪০.০০
৩।	শিক্ষা ব্যয় ঃ-			
	ক) সিলেট সিটি কর্পোরেশন চালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনভাতা ও সম্মানীভাতা	৩৭.৯০	৭০.০০	২০০.০০
	খ) সিটি এলাকার ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের আংশিক বেতন	২১.০৮	৩০.০০	১৫০.০০
	গ) পাঠাগারের বই পুস্তক ও পত্রিকা ক্রয়	১.৭৭	২.৬০	৩.০০
	ঘ) বয়স্ক কোরআন শিক্ষা কর্মসূচী	০.০০	৫.০০	২৫.০০
	ঙ) কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ও অন্যান্য	০.০০	৫.০০	৩০.০০
	চ) সিটি কর্পোরেশনের ৬নং ওয়ার্ডে স্কুল ও কলেজ স্থাপন	০.০০	০.০০	২০০.০০
	উপ-মোট	৬০.৭৫	১১২.৬০	৬০৮.০০

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	প্রকৃত ২০১৯-২০ খ্রিঃ টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১ খ্রিঃ টাকা	বাজেট ২০২১-২২ খ্রিঃ টাকা
১	২	৩	৪	৫
৪।	সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান ঃ-			

	ক)বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে/ ক্লাবে/ব্যক্তিকে অনুদান/খেলার সামগ্রি ও বই বিতরন	৭৫.৩৮	১০০.০০	১২০.০০
	খ) সিটি এলাকার বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান	২.৭১	১০.০০	৪০.০০
	গ)সিটি এলাকার বিভিন্ন মসজিদের ইমাম মোয়াজ্জিনগণকে আর্থিক সহায়তা	১৬.০৫	৩০.০০	৪০.০০
	ঘ) সিটি এলাকার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুনিপুরী, আদিবাসী ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের আর্থিক সহায়তা	১০.৮৮	৩৫.০০	৩৫.০০
	ঙ) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে অনুদান	০.০০	১০.০০	৫০.০০
	চ) মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে অনুদান	০.০০	১২.০০	১৫.০০
	ছ) সিটি কর্পোরেশনে চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যু অথবা স্থায়ী পঙ্গুত্ববরন-কারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এককলীন আর্থিক সহায়তা	১৭.৯০	২০.০০	৫০.০০
	উপ-মোট	১২২.৯২	২১৭.০০	৩৫০.০০
৫।	স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যয় ঃ-			
	ক) ঔষধ পত্র ও চিকিৎসা	১.১২	৩.০০	১০.০০
	খ) এ.আর.ভি (কুকুর ও বানরের কামড়ের প্রতিষেধক বাবদ)	০.০০	০.৪০	১.৫০
	গ) ই.পি.আই কর্মসূচী	২৩.১০	১৫.০০	৩০.০০
	ঘ) স্যানিটেশন কর্মসূচী	০.০০	২.০০	২০.০০
	ঙ) মশা ও কুকুর নিয়ন্ত্রন ব্যয়	২২.০৯	৫৫.০০	৬০.০০
	ড) বেওয়ারিশ লাশ দাফন ও সৎকার	১.০৯	১.৫০	২.৫০
	চ) নর্দমা পরিস্কার	৪২২.৬৬	৫৮০.০০	৬০০.০০
	ছ) ময়লা আবর্জনা পরিস্কার	৩২.৩৬	৩৫.০০	৪০.০০
	জ) পরিস্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান	৩৭.৫২	৫০.০০	৫০.০০
	ঝ) কনজারভেন্সী যন্ত্রপাতি/যানবাহন মেরামত ব্যয়	৩৬.৯৯	৫০.০০	৬০.০০
	ঞ) কনজারভেন্সী জ্বালানী ব্যয়	৩৪.৬১	১৪০.০০	১৫০.০০
	ট) কনজারভেন্সী কাজে বিভিন্ন উপকরন ক্রয় ব্যয়	১৫.১৪	১৫.০০	২০.০০
	ঠ) যানবাহনের টায়ার-টিউব ও ব্যাটারি ক্রয়	৩.২৯	২২.০০	২৫.০০
	ঢ) সার্বজনীন জন্ম নিবন্ধন কর্মসূচী/ডাটা এন্ট্রি	০.০০	১.০০	১.৫০
	ণ) হেলথ কার্ড চালুকরন	০.০০	২.৫০	১৫.০০
	ত) সাস্থ্যসম্মত ল্যট্রিন সরবরাহ	০.০০	৪.০০	৫.০০
	থ) তামাক নিয়ন্ত্রন করার লক্ষ্যে প্রচার প্রচারনার জন্য বিল বোর্ড তৈরী	০.০০	০.৫০	২.০০
	দ) অন লাইনে স্বাস্থ্যসেবা মনিটরিং ও সমন্বয় সভা পরিচালনা ব্যয়	০.০০	০.৫০	৫.০০
	ধ) জলাতংক রোগ নির্মুলে কুকুরের জন্ম নিয়ন্ত্রণ, প্রতিষেধক প্রদান ও জলাতংক রোগ প্রতিরোধ কর্মসুচী গ্রহণ ব্যয়	০.০০	০.৫০	৪.০০
	ন) ২য় আরবান প্রাইমারী হেল্‌থ কেয়ার প্রকল্প	০.০০	৮.০০	৮.০০
	প) নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন	০.০০	০.০০	২০০.০০
	ফ) অন্যান্য ব্যয়	০.০০	২.০০	৫.০০
	উপ-মোট	৬২৯.৯৭	৯৮৭.৯০	১৩১৪.৫০

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	প্রকৃত ২০১৯-২০ খ্রিঃ টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১ খ্রিঃ টাকা	বাজেট ২০২১-২২ খ্রিঃ টাকা
১	২	৩	৪	৫
৬।	অন্যান্য ব্যয় ঃ-			
	(ক) ভুমি উন্নয়ন কর	০.০০	৪০.০০	৫০.০০

	(খ) অডিট ব্যয়	০.০০	০.৫০	১.০০
	(গ) বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	১.৬০	১৫.০০	২০.০০
	(ঘ) মোকদ্দমা ফি ও পরিচালনা ব্যয়	৯.৯৫	২০.০০	২৫.০০
	(ঙ) জাতীয় দিবস উদযাপন	২৭.৭৬	৮০.০০	৭০.০০
	(চ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন	৬৯.৮৩	৬০.০০	৫০.০০
	(ছ) খেলাধুলা ও সংস্কৃতি	০.৪০	৬.০০	১৫.০০
	(জ) মেয়র কাপ ক্রিকেট ও ফুটবল টুর্ণামেন্ট	০.০০	৫০.০০	১৫০.০০
	(ঝ) মেয়র কাপ ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্ট	০.০০	০.০০	৩০.০০
	(ঞ) রিলিফ/জরুরী ত্রান	২৯০.৪৮	৮০.০০	১০০.০০
	(ট) আকস্মিক দূর্যোগ/বিপর্যয়/করোনা	৩১.০৩	২০০.০০	২৫০.০০
	(ঠ) রাস্তা আলোকিত করন	২৭.৪৪	১৮০.০০	৩০০.০০
	(ড) কার্যালয় / ভবন ভাড়া	১.৭৪	১০.০০	১০০.০০
	(ঢ) নিরাপত্তা সংক্রান্ত/ সিকিউরিটি পুলিশিং	৩৪.৩২	৪০.০০	৫০.০০
	(ণ) ডিজিটার মেলা আয়োজনে ব্যয়	০.১৫	৩.৫০	৩০.০০
	(ত) ব্যাংক চার্জ	২২.২৫	২৫.০০	৩০.০০
	(থ) অন্যান্য ব্যয়	০.০০	১০.০০	১৫.০০
	উপ-মোট	৫১৬.৯৫	৮২০.০০	১২৮৬.০০
	মোট=	৩৪৬৮.৬৭	৪৮৮৩.০০	৬৮২২.৫০
	<u>উপাংশ -২</u>			
১	ক) পানি সরবরাহ শাখার কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন ভাতা	২৬০.৪৫	৩০০.০০	৩২০.০০
	খ) চুক্তিভিত্তিক/মাস্টাররোল কর্মচারীদের বেতন/অনুদান	৯৪.৭৬	১৪০.০০	১৮০.০০
	গ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল	৯.৬৯	১৬.৫০	২০.০০
	ঘ) কর্মকর্তা কর্মচারীর আনুতোষিক ভাতা ও অন্যান্য	১১.২৮	৭৫.০০	৮০.০০
২	বিদ্যুৎ বিল	০.০০	৩৫০.০০	৪০০.০০
৩	পানির লাইনের সংযোগ ব্যয়	৪০.৯০	৬০.০০	৯০.০০
৪	পাম্প হাউজ, মেশিন, পাইপ লাইন মেরামত ও সংস্কার	৩৬.৩১	৫৫.০০	৬০.০০
৫	উৎপাদক নলকূপ মেরামত ও সংস্কার	২৮.৫৩	৩৫.০০	৪০.০০
৬	বিস্নচিং পাউডার ও ফিটকারী ক্রয়	৪.১৫	৩০.০০	৩০.০০
৭	পানি সরবরাহ শাখার বিল ফরম, স্টেশনারী, রেজিস্টার ইত্যাদি	৪.৮৯	১০.০০	১৫.০০
৮	ডাক ও তার	০.০০	০.০০	০.৩০
৯	অন্যান্য ব্যয়	০.০০	১.৫০	১.৭০
	মোট	৪৯০.৯৬	১০৭৩.০০	১২৩৭.০০
	মোট রাজস্ব ব্যয় (উপাংশ ১+২)	৩৯৫৯.৬৩	৫৯৫৬.০০	৮০৫৯.৫০

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	প্রকৃত ২০১৯-২০ খ্রিঃ টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১ খ্রিঃ টাকা	বাজেট ২০২১-২২ খ্রিঃ টাকা
১	২	৩	৪	৫
	<u>উন্নয়ন ব্যয় (রাজস্ব)</u>			
১	ক) রাস্তা নির্মাণ	৬৭.৭০	১২০.০০	১৬০.০০
	খ) রাস্তা মেরামত/ সংস্কার	৪৫.১২	১০০.০০	১৪০.০০

	গ) ব্রীজ / কালভার্ট নির্মাণ	১৫.১৪	১০০.০০	১৫০.০০
	ঘ) ব্রীজ / কালভার্ট মেরামত/ সংস্কার	০.০০	১০০.০০	১৫০.০০
	ঙ) ড্রেন নির্মাণ / মেরামত	০.০০	৫০.০০	১৩০.০০
	চ) ডাষ্টবিন নির্মাণ / মেরামত	০.০০	২০.০০	২০.০০
	ছ) সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি ও সম্পদ ক্রয়	০.০০	৬০.০০	২৫০.০০
	জ) সিটি কর্পোরেশনের ভবন নির্মাণ/মেরামত	০.০০	২০.০০	৮০.০০
	ঝ) সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব স্টাফ কোয়াটার নির্মাণ ও সংস্কার	০.৫০	২৫.০০	১৫০.০০
	ঞ) ঢাকায় সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব লিয়াজো অফিস (ফ্লাট) ক্রয়	০.০০	০.০০	১৫০.০০
	ট) কসাইখানা নির্মাণ / ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গা উন্নয়ন	০.০০	০.০০	১৫০.০০
	ঠ) মসজিদ, মন্দির, গির্জা, মাজার, কবরস্থান, শ্মশান ঘাট, ঈদগাহ উন্নয়ন	০.০০	২০.০০	১০০.০০
	ড) সিটি কর্পোরেশনের যানবাহন রক্ষায় গ্যারেজ নির্মাণ	০.০০	৪০.০০	১৫০.০০
	ঢ) সিটি কর্পোরেশনের যানবাহন রক্ষাণাবেক্ষণে ওয়ার্কশপ নির্মাণ	০.০০	৪০.০০	১০০.০০
	ণ) হাট বাজার উন্নয়ন	০.০০	২০.০০	৫০.০০
	ত) বাস টার্মিনাল সংস্কার ও উন্নয়ন	০.০০	০.০০	১০০.০০
	থ) সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পাঠাগার নির্মাণ	০.০০	০.০০	১০০.০০
	দ) সিটি কর্পোঃ গুরুন্নত্বপূর্ণ রাস্তায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন ও রক্ষাণাবেক্ষণ	০.০০	৫০.০০	৬০.০০
	ধ) সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা ও অন্যান্য অবকাঠামোর ডাটাবেজ তৈরী	০.০০	১০.০০	৫০.০০
	ন) জীপ গাড়ী ও ২টি আধুনিক এ্যাম্বুলেন্স ক্রয়	০.০০	০.০০	২২০.০০
	প) মটর সাইকেল ক্রয়	১২.৬১	১২.০০	১৫.০০
	ফ) নারীদের উন্নয়নে প্রকল্প ব্যয়	০.০০	০.০০	৫০.০০
	ব) এমজিএসপি প্রকল্পের রক্ষাণাবেক্ষণ কাজে নিজস্ব অর্থ ব্যয়	০.০০	১৪০.০০	১৫০.০০
	ভ) সিলেট মহানগরীর ১১টি ছড়া সংরক্ষাণ ও আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অংশ ব্যয় বাবদ	০.০০	১০০.০০	১৫০.০০
	ম) দূর্যোগপূর্ণ ঝুকি হ্রাস করনের লক্ষ্যে অবকাঠামো রক্ষাণা বেক্ষণের জন্য রক্ষিত স্থায়ী আমানতের উপর প্রাপ্ত মুনাফার অর্থ ব্যয় বাবদ	০.০০	৫.০০	১০.০০
	য) অন্যান্য ব্যয়	০.০০	৫.০০	২০.০০
	উপ-মোট	১৪১.০৭	১০৩৭.০০	২৮৫৫.০০

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	প্রকৃত ২০১৯-২০ খ্রিঃ টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১ খ্রিঃ টাকা	বাজেট ২০২১-২২ খ্রিঃ টাকা
১	২	৩	৪	৫
১	ক) সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা থোক মঞ্জুরী ব্যয়	৭৭৫.৫২	৩২৯.০০	১০০০.০০
	খ) সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বিশেষ মঞ্জুরী ব্যয়	০.০০	০.০০	৫০০.০০
	গ) ডেঙ্গু মোকাবেলা, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও প্রচার উপ-খাতে সরকারি মঞ্জুরী	০.০০	২০২.০০	৫০০.০০
	ঘ) কোভিট-১৯ মোকাবেলা উপ-খাতে সরকারি মঞ্জুরী	১০০.০০	১৮০.০০	৫০০.০০

	ঙ) মশক নিধন ও পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে সরকারি মঞ্জুরী ব্যয়	১৮৫.০০	০.০০	২০০.০০
	চ) পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ/উন্নয়ন খাতে সরকারি মঞ্জুরী ব্যয়	০.০০	০.০০	২০০.০০
	ছ) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ড্রেনেজ ব্যবস্থার সংস্কার/মেরামত এবং পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে সরকারি মঞ্জুরী ব্যয়	০.০০	১০০.০০	২০০.০০
	জ) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নের জন্য উপ-খাতে সরকারি মঞ্জুরী ব্যয়	০.০০	১০৭.৫০	১০০০.০০
	ঝ) মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সরকারি মঞ্জুরী ব্যয়	১০.০০	০.০০	৫০.০০
	ঞ) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে সরকারি মঞ্জুরী ব্যয়	১.২০	০.০০	১০.০০
	ট) সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জন্য সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পস্নান্টের সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নক্সা প্রণয়নে সরকারি মঞ্জুরী	৩১৭.০০	০.০০	০.০০
২	অন্যান্য প্রকল্প মঞ্জুরী ব্যয়	০.০০	০.০০	১০০.০০
	উপ-মোট	১৩৮৮.৭২	৯১৮.৫০	৪২৬০.০০

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	প্রকৃত ২০১৯-২০ খ্রিঃ টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১ খ্রিঃ টাকা	বাজেট ২০২১-২২ খ্রিঃ টাকা
১	২	৩	৪	৫
	খ) (২) সরকারী / বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প ঃ			
১	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	২২৬০০.০০	৯০০০.০০	৯০০০.০০
২	সিলেট মহানগরীর ১১টি ছড়া সংরক্ষণ ও আরসিসি রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	৩৩৯১.৩১	০.০০	০.০০
৩	জলাবদ্ধতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প	০.০০	১২৯৯০.৭৫	১৩০০০.০০
৪	সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায়(২০১৮) ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ শীর্ষক	০.০০	১৫০০.০০	২৮৭২.০০

৫	সিলেট মহানগরীর নাগরিক সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের জন্য আধুনিক যান-যন্ত্রপাতি সরবরাহ শীর্ষক প্রকল্প	০.০০	১০০০.০০	২৬৩৬.০০
৬	নগর ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ	০.০০	০.০০	২০০০.০০
৭	দক্ষিণ সুরমা জননেত্রী শেখ হাসিনা শিশু পার্কে রাইড স্থাপন প্রকল্প	০.০০	০.০০	২০০.০০
৮	সিলেট মহানগরীর যানজট নিরসন ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প	০.০০	০.০০	৫০০.০০
৯	বিভিন্ন ছড়া খনন ও প্রতিবন্ধকতা অপসারন প্রকল্প	০.০০	০.০০	১০০০.০০
১০	সিটি কর্পোঃ এসফল্ট পস্নান্ট স্থাপন ও বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে জমি অধিগ্রহণ	০.০০	০.০০	৩০০০.০০
১১	সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ফিলিং ষ্টেশন স্থাপন	০.০০	০.০০	৫০০.০০
১২	সিটি কর্পোরেশনের পস্নাস্টিক রিসাইক্লিং পস্নান্ট স্থাপন	০.০০	০.০০	৫০০.০০
১৩	কুমারপাড়ায় সিটি কর্পোরেশনের নগর মাতৃসদন ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার স্থাপন	০.০০	০.০০	৫০০.০০
১৪	লালমাটিয়ায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড উন্নয়ন প্রকল্প	০.০০	০.০০	২০০০.০০
১৫	তোপখানা পানি শোধনাগার এর উৎপাদন ড়ামতা বৃদ্ধি ও বোতলজাত করে বিক্রয় প্রকল্প	০.০০	০.০০	৩০০০.০০
১৬	দক্ষিণ সুরমায় আধুনিক বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (এমজিএসপি)	৫৭১.০০	০.০০	৩০০.০০
১৭	উৎপাদন নলকূপ স্থাপন	০.০০	০.০০	৫০০.০০
১৮	সুরমা নদীর উত্তর তীর ঘেষে সার্কিট হাউসের সম্মুখ হতে বোরহান উদ্দিন সড়ক পর্যন্ত রিটেননিং ওয়াল এবং ওয়াকওয়েসহ রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প	১৮০০.০০	১৮০০.০০	২০০০.০০
১৯	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সোয়ারেজ মাষ্টার পস্নান্টের সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নক্সা প্রনয়নে সরকারি প্রকল্প মঞ্জুরী	০.০০	৪৯৫.০০	৫০০.০০
২০	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মিরের ময়দান ষ্টাফ কোয়াটার নির্মাণ	০.০০	০.০০	১০০.০০
২১	সিলেট মহানগরীতে যানজট নিরসনে ৪টি পার্কিং ব্যবস্থা নির্মাণ	০.০০	০.০০	৪০০.০০
২২	সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায ৪টি গরম্নর হাট নির্মাণ	০.০০	০.০০	৪০০.০০
২৩	সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায ৪টি জবাইখানা নির্মাণ	০.০০	০.০০	৪০০.০০
২৪	সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায ৪টি খেলার মাঠ নির্মাণ	০.০০	০.০০	৪০০.০০
২৫	সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে শিড়্গা প্রতিষ্ঠান স্থাপন	০.০০	০.০০	২০০০.০০
২৬	মসজিদ, মন্দির, গির্জা, মাজার, কবরস্থান, শ্মশান ঘাট, ঈদগাহ উন্নয়ন	০.০০	২০.০০	১০০০.০০
২৭	২৭টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর গণের স্থায়ী অফিস স্থাপন প্রকল্প	০.০০	০.০০	২০০.০০
২৮	এমজিএসপি প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ ও পূর্ত কাজের পাওনাদী পরিশোধের জন্য উপ-বরাদ্দ ব্যয়	৫৭১.০০	৯৪৬.৫৯	৫০০.০০
২৯	ভারতীয় অনুদানে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উন্নত পরিবেশ ও শিড়্গার মান উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশন এলাকার অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	৭৬৩.৪৯	১৮৬.৪১	৫০০.০০
৩০	বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আরবান রেজিলেন্স প্রকল্পের আওতায় EOC নির্মাণ প্রঃ	০.০০	০.০০	৫.০০
৩১	ইউনিসেফের অর্থায়নে সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার সুবিধা বঞ্চিত মা ও শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক পরিসেবা কাঠামো শক্তিশালীকরণ	৪৯.০০	২৫.২৭	৮০.০০

লক্ষ টাকায়

৩২	সিলেট মহানগরীতে সুয়্যারেজ মাষ্টার পস্নান এর ফিজিবিলিটি ষ্টাডি করন প্রকল্প	০.০০	০.০০	৫০০.০০
৩৩	৫০ MLD ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পস্নান্টের জন্য ১৩.১৩ একর জমি অধিগ্রহন	০.০০	০.০০	৫০০.০০
৩৪	আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প	০.০০	০.০০	৫০.০০
৩৫	নগরীর বস্তিসমুহের উন্নয়ন প্রকল্প	০.০০	০.০০	২০০.০০
		২৯৭৪৫.৮০	২৭৯৬৪.০২	৫১২৪৩.০০

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	প্রকৃত ২০১৯-২০ খ্রিঃ টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১ খ্রিঃ টাকা	বাজেট ২০২১-২২ খ্রিঃ টাকা

১	২	৩	৪	৫
	খ (২) সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব প্রকল্পঃ			
১	লালদিঘীতে মার্কেট নির্মাণ ব্যয়	০.০০	০.০০	২০০০.০০
২	ধোপাদিঘীর পূর্বপারে ১০তলা বিশিষ্ট সিটি মার্কেট নির্মাণ ব্যয়	০.০০	০.০০	১০০০.০০
৩	হাসান মার্কেট নির্মাণ ব্যয়	০.০০	০.০০	১০০.০০
৪	সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন মার্কেটের নির্মাণ ব্যয়	০.০০	০.০০	১০০.০০
৫	সিটি কর্পোরেশন আবাসিক প্রকল্প নির্মাণ ব্যয়	০.০০	০.০০	১৫০০.০০
	উপমোট=	০.০০	০.০০	৪৭০০.০০
	মোট উন্নয়ন ব্যয়	৩১২৭৫.৫৯	২৯৯১৯.৫২	৬৩০৫৮.০০
	সমাপ্তি জের	১৪৬৮২.৯০	১৫৪৯৪.১৫	১২৮০৩.২৬
	সর্বমোট	৪৯৯১৮.১২	৫১৩৬৯.৬৭	৮৩৯২০.৭৬

(আ.ন.ম.মনছুফ)
হিসাব রক্ষণ অফিসার
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

(বিধায়ক রায় চৌধুরী)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব)
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

(আরিফুল হক চৌধুরী)
মেয়র
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	প্রকৃত ২০১৯-২০ খ্রিঃ টাকা	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২১ খ্রিঃ টাকা	বাজেট ২০২১-২২ খ্রিঃ টাকা
১	২	৩	৪	৫
	মূলধন হিসাব			
১	ঋন পরিশোধ (এসটিআইডিপি থেকে গৃহীত ঋন পরিশোধ এখাতে বরাদ্দ রাখা হলো)	০.০০	০.০০	৮১.১৯
২	ঋন পরিশোধ (৯ শহর প্রকল্পের গৃহীত ঋন পরিশোধ এখাতে বরাদ্দ রাখা হলো)	০.০০	০.০০	২০.০০
৩	বিএমডিএফ এর প্রাপ্ত ঋনের অর্থ ফেরত	১৪.২৮	১৩.৯৪	৯.৮১

৪	ঋন প্রদান	০.০০	০.০০	৫০.০০
৫	বিবিধ বিনিয়োগ (কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিলে বিনিয়োগকৃত টাকা এখাতে ধরা হয়েছে)	০.০০	৫০.০০	৬০.০০
৬	আনুতোষিক তহবিল স্থানান্তর (গ্র্যচুয়িটি)	১৮০.০০	২০০.০০	২০০.০০
৭	নিরাপত্তা ও কল্যান তহবিল স্থানান্তর	০.০০	২৫.০০	৩০.০০
৮	ঠিকাদারের জামানতের টাকা ফেরৎ	১০৮০.০০	১২০০.০০	১৮০০.০০
	মোট ব্যয়	১২৭৪.২৮	১৪৮৮.৯৪	২২৫১.০০
	সমাপ্তি জের	১৪৬৮২.৯০	১৫৪৯৪.১৫	১২৮০৩.২৬
	সর্বমোট	১৫৯৫৭.১৮	১৬৯৮৩.০৯	১৫০৫৪.২৬

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও সম্পদ ক্রয়ের বিস্তারিত বিবরণ । লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	খাত	২০১৯-২০ খ্রিঃ টাকা	২০২০-২১ খ্রিঃ টাকা	২০২১-২২ খ্রিঃ টাকা
১	২	৩	৪	৫
১	রোড রোলার ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০
২	গারভেজ ট্রাক ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০
৩	গাড়ি ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০
৪	পানির ট্যাংক ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০
৫	গ্যারেজ নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহন	০.০০	০.০০	০.০০
৬	অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	৩.৫০	২০.০০	৬০.০০

৭	অন্যান্য সংরক্ষন কাজে যন্ত্রপাতি ক্রয়	১.২০	২.০০	৩০.০০
৮	টেলিফোন যন্ত্রপাতি ক্রয়	০.০০	০.২৫	১.৫০
৯	আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ক্রয়	১.৫০	১৫.০০	৬০.০০
১০	হাতাগাড়ী ও কন্টেননার বক্স ক্রয়	১.২৫	৫.০০	২০.০০
১১	মশক নিয়ন্ত্রন যন্ত্রপাতি ক্রয়	২.৫০	২.৫০	৪.৫০
১২	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি ক্রয়	০.০০	২.০০	২.৭৫
১৩	নিরাপত্তা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়	০.০০	১.২৫	৩.০০
১৪	যানবাহন রক্ষাণাবেক্ষণ কাজে যন্ত্রপাতি ক্রয়	০.০০	০.০০	২৫.০০
১৫	কম্পিউটার মেরামত ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	০.০০	০.০০	১৫.০০
১৬	পানি সরবরাহ কাজে যন্ত্রপাতি ক্রয়	০.০০	১০.০০	২৫.০০
১৭	লাইব্রেরীর পুস্তক ও পত্রিকা ক্রয়	০.৫০	১.৫০	২.৭৫
১৮	বাই সাইকেল ক্রয়	০.১৭	০.৫০	০.৫০
	মোট	১০.৬২	৬০.০০	২৫০.০০